CMYK

চমক ভরা
ধনতেরস
২১ থেকে ২৭ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 15 October, 2019 ■ আগরতলা, ১৫ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ২৭ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দুর্নীতির মামলা ঃ পার্টি অফিসে তল্লাসীতে গেলে সার্চ ওয়ারেন্ট চেয়ে পুলিশকে বাধা সিপিএম নেতৃত্বের, অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেলেন বাদল, একদিনের জেল হাজতে সুনীল

দিনভর নাটক মঞ্চস্থ

প্রাক্তন মন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে ধরতে মেলারমাঠস্থিত সিপিএম রাজ্য কার্য্যালয়ে তল্লাসীতে গেলে পুলিশকে বাধা দেন দলের নতৃত্বরা (বাঁয়ে), অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পাওয়ার পর বাদল চৌধুরী সন্ধ্যায় পশ্চিম আগরতলা থানায় গিয়ে বন্ডে দস্তখত করে আসেন (ডানে)। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। দুর্নীতির মামলাকে ঘিরে দিনভর টানা নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রীকে নিয়ে পুলিশের দৌড়ঝাপকে ঘিরে মনে হয়েছে লুকোচুরি খেলা চলছে। অবশেষে রাতে আদালতের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুরে প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরী যেন হাফ ছেড়ে বেঁচেছেন। তাই দিনভর নিজেকে লুকিয়ে রাখলেও রাতে পশ্চিম থানায় স্বশরীরে হাজিরা দিয়ে বন্ডে সাক্ষর করলেন তিনি।

এদিন, দুর্নীতি মামলায় অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরী। তবে, প্রাক্তন পূর্ত কর্তা সুনীল ভৌমিককে এক দিনের জেল হেপাজতে পাঠিয়েছে আদালত। আগামীকাল ফের তাঁকে আদালতে তোলা হবে। সোমবার রাতে বাদল চৌধুরী পশ্চিম আগরতলা থানায় গিয়ে বন্ডে দস্তখত করেছেন।

প্রসঙ্গত, দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা সিপিআইএম বিধায়ক বাদল চৌধুরীকে হন্যে হয়ে খুঁজলেও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে পশ্চিম আগরতলা থানায় মামলা হয়েছে। একই মামলায় পুলিশ সোমবার ভোররাতে পূর্ত দফতরের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ সুনীল ভৌমিককে গ্রেফতার করেছে। এছাড়া, ওই দুর্নীতি ইস্যুতে পূর্ত দফতরের প্রাক্তন প্রধানসচিব তথা প্রাক্তন মুখ্যসচিব ওয়াই পি সিংহের বিরুদ্ধেও পুলিশ এফআইআর দাখিল করেছে। বিরোধী দল সিপিএম এর তীব্র নিন্দা জানিয়ে শাসক দল বিজেপি এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির অভিযোগ এনেছে।

২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন নির্মাণ কাজে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তার মধ্যে আগরতলায় উড়ালপুল নির্মাণ-সহ পূর্ত দফতরে দুর্নীতির ভিজিল্যান্স তদন্ত চলছে। ওই মামলায় প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী ভিজিল্যান্স জেরার মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু এখন পুলিশ দুর্নীতির ঘটনায় মামলা নিয়েছে। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার অজিত প্রতাপ সিংহ জানিয়েছেন, পূর্ত দফতরে সংগঠিত দুর্নীতির ঘটনায় প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরী, পূর্ত দফতরের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ সুনীল ভৌমিক এবং পূর্ত দফতরের প্রাক্তন প্রধানসচিব তথা প্রাক্তন মুখ্যসচিব ওয়াই পি সিংহ-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪১৮, ৪২০, ২০১, ১২০বি এবং দুর্নীতি বিরোধী আইনের ১৩ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। মামলা নম্বর ২৫১/১৯। তিনি জানান, রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ ওই মামলার তদন্ত করছে।

এদিকে, রবিবার পুলিশ মামলা নিতেই শুরু হয়ে যায় ধরপাকড়। সোমবার ভোর আনুমানিক চারটা নাগাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসাররা আগরতলার রামনগরে তাঁর নিজের বাড়ি থেকে পূর্ত দফতরের প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার সুনীল ভৌমিককে গ্রেফতার করেছে। আজ তাঁকে রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। কিন্তু, আদালত তাঁকে আগামীকাল পর্যন্ত জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি, তাঁর জামিনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৫ কোটি টাকার ড্রাগস উদ্ধার, গ্রেপ্তার ছয়জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/চড়িলাম, ১৪ অক্টেবর।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ক্যাম্পের বাজার এলাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা ড্রাগস সহ ছয়জন আটক করেছে এডি নগর থানার পুলিশ। আটককৃতরা হল রনি পাল, সাগর সাহা, মন্টু পাল, শুভ লোধ, আকাশ রায় এবং চন্দন শীল। পুলিশ জানায় দীর্ঘদিন যাবতই তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ ছিল। রবিবার তাদের হাতে হাতে আটক করা হল। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা নিয়েছে। সোমবার তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়। ধৃতদের মধ্যে একজনকে পুলিশ হেপাজতে ও অন্য পাঁচজনকে জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেয় আদালত।

এদিকে শনিবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ বিশালগড় থানাধীন উত্তর ব্রজপুর এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে নেশাকারবারের অপরাধে যুক্ত এক কুখ্যাত নেশা কারবারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তার নাম বিশ্বজিৎ দেবনাথ। বয়স তেত্রিশ। তার বিরুদ্ধে টাকারজলা থানায় একটি মামলা ছিল। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছেন সিপাহীজলার পুলিশ সুপার তথা কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী। সে এতদিন পলাতক ছিল। কুখ্যাত নেশা কারবারি বেটারি বিশু বলেই তাকে সকলে চিনে। এর পূর্বেও বহুবার তাকে ধরার জন্য বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারীক তথা উত্তম বনিক তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ছিল। শনিবার রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্তকে আদালতে সোপর্দ করেছে এবং আদালতের আদেশে সাত দিনের রিমান্ড পায় পুলিশ।

জাতীয় সড়কে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ অক্টেবর।। মেয়ের বাড়িতে নাতিকে দেখতে এসে আর ঘরে ফেরা হলোনা ৫০ উর্ধো এক ভদ্রলোকের। তার নাম সুশেন দাস। হাওয়াইবাড়ি জাতীয় সড়কের পাশ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয় সোমবার বিকাল ৪.৩০ মিনিট নাগাদ। মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাওয়াইবাড়ি এলাকা শোকাচ্ছন্ন। মৃত ব্যাক্তির নাম সুশেন দাস (৫৯)। ঘটনা তেলিয়ামুড়া বড়লুঙ্গা এলকার বাসিন্দা সুশেন দাস।

তিনি বর্তমানে আগরতলার চন্দ্রপুর এলাকায় ভাড়া থাকেন। পেশায় তিনি শ্রমিক। সোমবার সুশেন দাস হাওয়াইবাড়িস্থিত হরিধন সরকারের বাড়িতে আসেন নাতিকে দেখতে। সুশেন ও হরিধন সম্পর্কে শ্বশুর ও মেয়ের জামাই। মেয়ের বাড়িতে শ্বশুরকে থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে হরিধন। না, সুশেন দাস মেয়ের বাড়ি থেকে না খেয়েই বের হন চন্দ্রপুরস্থিত ভাড়া বড়িতে ফেরার জন্য।

এদিনই বিকাল ৪.৩০মিনিট নাগাদ সুশেন দাসের মৃতদেহ জাতীয় সড়কের পাশে পড়ে থাকতে দেখে পথ চলতি মানুষজন মেয়ের বাড়িতে খবর পাঠায় এবং তেলিয়ামুড়া থানায় খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে এনে রাখে ময়না তদন্তের জন্য। পথদুর্ঘটনায় সুশেন দাসের মৃত্যুর সংবাদে গোটা এলাকা শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে। আত্মীয় পরিজন মর্মান্তিক এই ঘটনা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেন না।

কোজাগরীর রাতে ডুকলীতে গৃহস্থকে হত্যার চেষ্টা, বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর ।। আমতলী থানা এলাকায় লক্ষ্মী পুজার রাতে একটি বাড়িতে হামলা, ভাঙচুরের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ডুকলির বনকুমারী এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে আমতলী থানায় অভিযুক্তদের নামধান উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

লক্ষ্মী পুজার রাতে আগরতলা শহর দক্ষিণাঞ্চল আমতলী থানাধীন পশ্চিম ডুকলির বনকুমারী এলাকার গৌতম দাসের বাড়িতে কতিপয় দুর্বৃত্ত হামলা ও ভাঙচোরের ঘটনা সংগটিত করেছে। গৌতম দাসকে হত্যার উদ্দেশ্যেই দা, লাঠি, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে ওই বাড়িতে চড়াও হয় দুর্বৃত্তরা। কোনক্রমে ঘরের পেছনের দিকে জানালা দিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে গৌতম দাস, তার স্ত্রী, সন্তান ও বৃদ্ধা মা। জানা যায়, স্থানীয় কতিপয় দুর্বৃত্তের সঙ্গে পুরোনো কোন বিষয়কে নিয়ে বাকবিতন্ডা হয়।

এরই জের ধরে তার বাড়িতে হামলা ও ভাঙচোরের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। গৌতম দাসের মারুতি গাড়িটিও ভাঙচোর করা হয় বলে অভিযোগ। গৌতম দাসের মা মায়ারাণী দাস জানান, ঘর থেকে নগদ টাকা এবং সোনা গয়নাও ছিনতাই করে নিয়ে গেছে তারা। বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়ে আমতলী থানায় অভিযুক্তদের নামধান উল্লেখ করেন মামলা দায়ের করা হয়েছে। আমতলী থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।

লক্ষ্মীপুজার রাতে আমতলীর পশ্চিম ডুকলির বনকুমারী এলাকায় এধরনের লঙ্কা কাণ্ড ঘিরে স্থানীয় জনমনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টকহোম, ১৪ অক্টোবর (হি.স) : অমর্ত্য সেনের পর ফের অর্থনীতির নোবেল উঠল আরও এক বাঙালির হাতে। ২০১৯-এ অথনীতিতে নোবেল পেলেন বাঙালি অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাউথ পয়েন্ট ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করেছেন তিনি। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন এসথার ডাফলো ও মিশেল ক্রেমার।

৫৮ বছর বয়সী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় পিএইচডি করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আমেরিকায় ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে অর্থনীতির অধ্যাপক।

অন্যদিকে প্যারিসে জন্ম এসথার ডাফলোর। তিনিও একই প্রতিষ্ঠানেই অধ্যাপনার কাজ করেন। ওখান থেকে গবেষণা করেছেন তিনি। এসথার ডাফলোই অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী। অর্থাৎ সস্ত্রীক নোবেল পেলেন এই বাঙালি অর্থনীতিবিদ।

অভিজিতের বাবা দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মা নির্মলা উভয়েই অর্থনীতির অধ্যাপক। নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স-এর অধ্যাপিকা। অন্যদিকে, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসির বিশেষ অধিবেশন বসছে ১৫ ও ১৬ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (টিটিএএডিসি) বিশেষ অধিবেশন শুরু আগামীকাল। দু-দিনের এই বিশেষ অধিবেশন মূলত দুটি বিল পাশ করানোর জন্যই ডাকা হয়েছে।

টিটিএএডিসি-র চেয়ারম্যান ড় রঞ্জিত দেববর্মা জানান, ১৫ এবং ১৬ অক্টোবর ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। গত ৩ অক্টোবর বিএসির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, এই অধিবেশনে মুড়াসিং, মগ এবং ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের কাস্টোমারি "ল" বিল পেশ করা হবে। এছাড়া এডিসি-র চেয়ারম্যান, মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য-সহ অন্যান্য নির্বাহী সদস্য এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধিতার রাজনীতি নয় উন্নতি চায় দেশ ঃ প্রধানমন্ত্রী

বল্লভগড়, ১৪ অক্টোবর (হি.স) : দেশ আজ আরও বিরোধিতার রাজনীতি চায় না, বরং উন্নয়ন চাইছে। সোমবার স্পষ্ট করে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, বিজেপি বিকাশের পথের কাঁটাগুলো ধীরে ধীরে তুলে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু কংগ্রেস সব সময় বিরোধিতা করে চলেছে। বিরোধিতা করা কংগ্রেসের একটা রীতি-রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ এবং ৩৫ ধারা সরিয়ে দেওয়ার পর কংগ্রেস ক্রমাগত বিরোধিতা করে চলেছে। পাশাপাশি তিন তালাক, রাফেল ইস্যুতেও কংগ্রেস বারবার বিরোধিতা করেছে। প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, কংগ্রেস তাদের ঘোষণাপত্রে করে জানিয়ে দিক যে কাশ্মীর থেকে ৩৭০ এবং ৩৫ ধারা বিলোপ করার ফলে কি কি ক্ষতি হয়েছে এবং পাঁচ বছর পর ফের যখন নির্বাচন আসবে, তখন দেশবাসীর কাছে এ বিষয়ে জানাক। তাতে স্পষ্ট হয়ে যাবে, দেশবাসী দেশের মঙ্গলের পাশে থাকেন নাকি দেশ ভাগ করার পক্ষে থাকেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার ফরিদাবাদ লোকসভার বল্লভগড়ে বিজয় সংকল্প যাত্রা উদ্বোধন করে বলেন, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপ করার পর থেকে কংগ্রেস কুমিরের কান্না শুরু করেছে। কংগ্রেস চায় না দেশ সুরক্ষিত থাকুক, সেনারাও সুরক্ষিত হোক।তাদের কেবল একটাই এজেন্ডা তা হল, বিরোধিতা করা। কিন্তু কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বেও কেন্দ্রে বিজেপি সরকার দেশের সুরক্ষা ও সেনাদের মজবুত করার যে সংকল্প নিয়েছে তা পূরণ করবে। প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে রাফায়েল ইস্যু তৈরি করেছিল। কংগ্রেস চায় না যে সেনারা এই লড়াকু বিমান থাকুক। এমনকি কংগ্রেস তেজাস বিমান বন্ধ করতে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার এই ইস্যুতে দ্রুতগতিতে কাজ করেছে। আজ বায়ুসেনা কাছে এই বিমান থেকে সম্মান বৃদ্ধি হয়েছে। দেশের সেনারা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে অজগর উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। জাতীয় সড়কে অজগর উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, প্রায় দেড় ঘণটা ৮ নম্বর অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। রবিবার রাতে পানিসাগর থানাধীন উপ্তাখালি গ্রামের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে একটি অজগর সাপ উদ্ধার হয়েছে।

রাতে ওই অজগরকে কেন্দ্র করে দু-দিকের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় দু-শতাধিক গাড়ি জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে পড়ে। জনৈক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, জাতীয় সড়কে অজগর দেখে একের পর এক গাড়ির চালক গাড়ি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। ফলে, দু-দিকে জ্যাম লেগে যায়। এরই মধ্যে পানিসাগর থানায় এ-বিষয়ে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পানিসাগর থানার ওসি সৌগত চাকমা এসআই বিকে ত্রিপুরাকে নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান।

জাতীয় সড়কে অজগর উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশে থেকে উৎসাহী গ্রামবাসী সেখানে ছুটে যান। দীর্ঘ চেষ্টার পর পানিসাগর থানার ওসির তৎপরতায় অজগরটি ধরতে সক্ষম হয় পুলিশ। সৌগতবাবু জানান, অজগরটি পানিসাগর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে রৌয়া অভয়ারণ্যে বন দফতরের কর্মীরা ওই অজগরটিকে ছেড়েও দিয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অ্যাসিড খেয়ে ষাটোর্দ্ধ মহিলার মৃত্যু তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ অক্টেবর ।। লক্ষ্মী পূজোর দিনের সাত সকালে অ্যাসিড খেয়ে ৬০ উর্দ্ধো এক মহিলার মৃত্যু, ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন খাসিয়ামঙ্গল এলাকার এসপিও ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায়। মৃত মহিলার নাম কুঞ্জরানী জমাতিয়া।

মৃতার পরিবার সূত্রে জানা যায় রবিবার সকালে খাসিয়ামঙ্গল এলাকার কুঞ্জরানী জমাতিয়া নিজ পুত্রের সাথে বাকবিতণ্ডা হয় কোনো একটি বিষয় নিয়ে। এরপরই ওই মহিলা ঘরে রাখা রাবার গলানোর জন্য আনা অ্যাসিড খেয়ে নেয়। বিষয়টি ঘরের লোকজনের নজরে আসতেই তড়িঘড়ি করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসে পরিবারের লোকজনরা। হাসপাতালে আনার কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে কুঞ্জবনী জমাতিয়া (৬১)। পূজা পার্বনের দিনে এমন হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘিরে গোটা খাসিয়ামঙ্গল এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

লক্ষ্মী পূজায় বাজি পুড়ানোকে কেন্দ্র করে পৃথক স্থানে গুরুতর আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর ।। লক্ষ্মী পূজার বাজি পোড়ানোকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ গুরুতর ভাবে আহত হল এক যুবক। অভিযুক্তর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের মধুপুর থানায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় মধুপুর থানার অন্তর্গত কমলাসাগরের নতুন কলোনি এলাকায় রবিবার রাতে তিন বন্ধু মিলে বাজি পোড়াচ্ছিল। তখন পাস দিয়ে বাইক নিয়ে যাচ্ছিল কাজল সরকার নামে এক মাঝ বয়সী যুবক। কাজল সরকার আচমকা বাইক থেকে নেমে ঐ তিন যুবকের উপর চড়াও হয়। এতে সুজিত সরকারের মাথায় আঘাত লাগে। সুজিত সরকারের মাথা ফেটে যায় এবং সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। স্থানীয়রা সাথে সাথে আহত সুজিত সরকারকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে মধুপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে। অভিযুক্ত কাজল সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে মধুপুর থানায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। লক্ষ্মী পুজোর রাতে বাজী ফোটানোকে কেন্দ্র করে আক্রান্ত মা ও ছেলে। ঘটনা রাজধানীর ভাটি অভয়নগর ঋষি পাড়ায়। এই ঘটনায় অভিযোগ জানিয়ে পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পরিমল ঋষি দাস। অন্যদিকে আক্রমণে ডান পা ভেঙ্গে যায় মা তুলসী ঋষি দাসের। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন তিনি। তাঁর উপর চড়াও হয় অভিযুক্তরা বলে অভিযোগ। এমনকি তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যহার করা হয় বলে দাবি করেন তিনি। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের নাম জানিয়ে থানার দারস্থ হন তুলসি ঋষি দাস। গোটা ঘটনায় ওলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দেব-দেবীর ভাস্কর্যের উপর মানুষের মূর্তি ভেঙে ফেলার দাবি বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। মহারাজা বীর বিক্রম স্টেডিয়ামে পাথরের খোদাই করা দেবদেবীর ভাস্কর্যের উপর সাধারণ মানুষের মূর্তি ভাঙার দাবি জানিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ। তিনি সময়সীমা বেঁধে দিয়ে ওই মূর্তি যদি প্রশাসন না ভাঙে, তা-হলে সাধারণ মানুষই তা গুঁড়িয়ে দেবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টের পরে রায়বর্মণ বিজেপি বিধায়ক আশিসকুমার সাহার সাথে এমবিবি স্টেডিয়ামের চত্বর পরিদর্শন করেছিলেন। সেখানে তিনি সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির উপর আঘাতের অভিযোগ এনেছেন।

তিনি বলেন, 'ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে ঊনকোটি-র দেবতাদের পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্যগুলির উপরে সাধারণ মানুষের মূর্তি স্থাপন করা যায় না যা আমাদের সমাজে গৃহীত হয় না।' বিজেপি বিধায়ক তিন দিনের মধ্যে 'দেবতাদের' এই ভাস্কর্যগুলির

উপরে সাধারণ মানুষের মূর্তিগুলি ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সমিতি এবং সরকারকে আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভাঙনের প্রক্রিয়া শুরু না করা হয়, তবে সাধারণ মানুষই তা ভেঙে দেওয়ার পদক্ষেপ নেবেন। রায়বর্মন আরও যোগ করেছেন, 'আমি নিশ্চিত নই, তবে এই মূর্তিগুলি সম্ভবত ২০১৫ সালে নির্মিত হয়েছিল যেগুলি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ছিল এবং তৎকালীন সচিব এবং টিসিএর চেয়ারম্যান হিন্দুধর্মের উপর কোনও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ৯ ◘ ১৫ অক্টোবর ২০১৯ ইং ◘ ২৭ আশ্বিন ◘◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

চীন-ভারত বন্ধুত্ব

চীনের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বের লুকোচুরি নতুন ঘটনা নয়। বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে চীনের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিষয়ে গোটা দুনিয়াই কৌতূহল আছে। কারণ কমিউনিষ্ট চীন ও আমেরিকার সংঘাত তো চিরকালীন। বিশ্বের দুই শক্তিধর দেশই শুধু নয়, দুই শক্তিই দুই মেরুর। এতকাল চীন মুন্ডুপাত করিয়াছে আমেরিকার। কিন্তু ভারত শক্তিধর দুই দেশকেই পাইয়াছে বন্ধু হিসাবে। ইহা নিশ্চয়ই ভারতের কূটনৈতিক সাফল্য। সাফল্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। তামিলনাড়ুর মামাল্লাপুরমে চীনের প্রেসিডেন্ট জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বাণিজ্য ও সন্ত্রাস দমন নিয়াই মূলত আলোচনা হয়। চীনেরই উদ্যোগে শুরু হইয়াছিল অভিনব কূটনীতি। সেই কূটনীতির পোশাকী নাম ছিল 'ইনফরম্যাল সামিট'। বছর দেড়েক আগে চীনের ইউহান শহরের নয়নাভিরাম রিসর্টে আদতে যা ছিল দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের ঘরোয়া পরিবেশে বৈঠকী আড্ডা। ভারত চীন সম্পর্ক মজবুত করার যে চীনা উদ্যোগ শুরু হইয়াছিল ইউহানে, সেই রেশ ধরিয়াই থাকিল তামিলনাড়ুর মামাল্লাপুরমেও। মঙ্গলবার অপরাহ্নে চীনা প্রেসিডেন্ট জিনপিংয়ের বিমান চেন্নাইয়ে পৌঁছানো মাত্রই রাজকীয় কায়দায় অভ্যর্থনা জানানো হয়। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠকে উঠিল না কাশ্মীর প্রসঙ্গ। আসিল না আকসাই চীন, অরুণাচল সীমান্ত, ডোকলাম, তিব্বত, দক্ষিণ চীন সাগর, জিনজিয়াং, উইঘুর, তাইওয়ান, হংকং সহ বহু চর্চিত বিষয়গুলি আলোচনায় ঠাঁই পাইল না। দুই রাষ্ট্রপ্রধান মূলত বাণিজ্যিক সম্পর্ক, আর্থিক নিম্নগতি কাটানোর উপায়, শিল্প বিনিয়োগ, সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি বিষয়গুলিই আলোচনায় জোর পাইয়াছে। জিংপিং এদিন আলোচনায় একমত হইয়াছেন যে, ভারত ও চীনের কাছে ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বিরাট বিপদ এবং এই বিপদের মোকাবেলা দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করিবে এবং যৌথ মেকানিজম নিয়া আগাইবে।

চীনের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব বার বারই ধাক্কা খাইয়াছে। ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতের চক্ষু খুলিয়া গিয়াছিল। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বিশ্বময় পঞ্চশীলের প্রচার করিয়াছেন। শান্তি শান্তি বলিয়া উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের বিভিষিকা, রক্তের স্রোত ইত্যাদি ঘটনা গোটা বিশ্বই ছিল খুব বেশী বিমর্ষ ও আতঙ্কিত। সারা বিশ্বই তখন শান্তির জন্য উদগ্রীব। জওহরলাল একটি রিক্ত নিঃস্ব ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন আর যুদ্ধের দামামা বাজিবে না। বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে প্রতিরক্ষায় ভারত জোরদার উদ্যোগ নিতে পারে নাই। ভারতের থ্রি নট থ্রি রাইফেল ছিল সম্বল। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমনের মুখে ভারতের সামনে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শক্তিশালী অস্ত্রের মুখে ভারতের সে কী বিধ্বস্ত অবস্থা। প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের সেই আর্তনাদ, সেই ইতিহাস তো ভুলিবার নহে। সেই ভারত ঘুরিয়া দাঁড়ায়। শক্তির পরীক্ষা দেয় তিন বছরের মাথাতেই। পাকিস্তানকে সমুচিত জবাব দেয় ভারত। তখন বিশ্ব রাজনীতিতে চীন ও আমেরিকা ছিল পাকিস্তানের বন্ধু। আজকের পরিস্থিতি কি? যদিও চীন বুঝিয়াছে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে না পারিলে বিপদের মুখে পড়িতে হইবে। আমেরিকায় চীনা বাণিজ্যের উপর আসিয়াছে জোর আঘাত। ভারতের বিরাট বাজার হারাইলেই চীন বাণিজ্যে বিরাট ধাক্কা খাইবে। এই জন্যই বিভিন্ন জ্বলন্ত বিষয়গুলি সরাইয়া রাখিয়া চীন বাণিজ্য ক্ষেত্রকেই জোর দিয়াছে। ভারতও বিশ্ব রাজনীতিতে চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বে নিশ্চয়ই ফায়দা তুলিবে।

একথা সত্যি যে, জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে পাশ কাটাইয়া বাণিজ্যের ধান্দায় দুই দেশের সম্পর্ককে বন্ধুত্বের পর্যায়ে দেখা যায় না। কারণ, জ্বলন্ত সমস্যাগুলি বার বারই খোঁচা দিবে। সেখানে অকৃত্রিম ভালবাসার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে না। ইহাকে জোড়াতালির সম্পর্ক বলা যাইতে পারে। যে কোনও অজুহাতে সম্পর্কের অবনতি হইতে পারে। চীন পাকিস্তানকে প্রতিনিয়ত মদত দিয়া থাকে। নিজের স্বার্থকে সামান্যও ছাড় দিয়া চীন যে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত বাড়াইবে না তাহা স্পষ্ট। বিশ্ব, রাজনীতির খাতিরে চীনের সঙ্গে সুসম্পর্কের প্রয়াস নিতেই হইবে। আমেরিকা তো ভারতের বিরুদ্ধে তেমন পদক্ষেপ নিবে না। ভারতের বিরুদ্ধে তো আমেরিকা সপ্তম নৌবহর পাঠাইয়াছিল। আমেরিকা ও ভারতের প্রাচীন সম্পর্কে বার বার নতুন করিয়া আঘাত আসিয়াছে। সুতরাং ভারত পথ খুলিয়া দিতে চায়। সম্পর্কের পথ।

শিলিগুড়ির ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আগুন

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর (হি.স) : শিলিগুড়ির ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে সোমবার সকালে। সূত্রের খবর, এদিন সকাল ১১ টা নাগাদ আগুন লাগে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে অবস্থিত একটি ব্যাগের দোকানে। ঘটনাস্থানে পৌঁছয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন।

এদিন সকালে ওই ব্যাগের দোকান থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে পাশের দোকানের কর্মীরা তারাই খবর দেয় দমকলে ঊ অন্যদিকে মুহূর্তে মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আগুন ঊ পরে আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেয় দমকলের আরও একটি ইঞ্জিন ঊ মোট ৩ টি ইঞ্জিনের সহায়তায় কয়েক ঘন্টার মধ্যে নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন।

শর্ট সার্কিটের কারণেই আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে বলেই প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে ঊ অন্যদিকে এদিনের অগ্নিকান্ডে পুড়ে যাওয়ার দোকানে ক্ষতি হয়ে যায় প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার জিনিস ঊ এদিন এমনটাই জানান ওই ব্যাগের দোকানের ব্যবসায়ী।

পাথারকান্দিতে বহু সক্রিয় গুলি এবং ৩.৫০ লক্ষ টাকার ড্রাগস-সহ ধরা পড়েছে খুনি ময়না মিয়াঁ

পাথারকান্দি (অসম) ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : অবশেষে পুলিশের জালে পড়েছে মোস্ট ওয়ান্টেড খুনি, ডাকাত তথা ড্রাগস মাফিয়া ময়না মিয়াঁ। পাথারকান্দি এবং সংলগ্ন থানার পুলিশ ও আধা প্ল্যাটুন আধাসামরিক বাহিনী এলাকার সন্ত্রাস ময়নাকে ঘেরাও করে পাকড়াও করেছে। তার হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মূল্যের ব্রাউন সুগার ও বন্দুকের বহু সক্রিয় কার্তুজ। নিজের দাদাকে গুলি করে গত এক বছর ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল ময়না।

পাথারকান্দি থানার এসআই উৎপল চন্দ জানান, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে রবিবার গভীর রাতে কাটলিছড়া বিওপি-র ২৯ আসাম রাইফেলের ব্যাটালিয়ন ও পুলিশের দল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রথমে স্থানীয় মধুরবন্দ সংলগ্ন খিলেরবন্দ গ্রামের প্রয়াত আব্দুল রকিবের বছর ২৮-এর ছেলে কুখ্যাত অপরাধী ময়না মিয়াঁর বাড়ি ঘেরাও করে। পরে সুযোগ বুঝে পুলিশ ও ব্যাটালিয়ন ময়নাকে জালে তুলে। তার বাড়িতে তালাশি চালিয়ে পুলিশ ২২টি সক্রিয় ও পাঁচটি খালি কার্তুজ, একটি মোবাইল হ্যান্ডসেট, প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার ৩৪০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে।

পুলিশ অফিসার উৎপল চন্দ আরও জানান, ধৃত ময়না মিয়াঁ এক দাগি ও কুখ্যাত অপরাধী। তার নামে পুলিশে তিনটি পৃথক পৃথক মামলা ঝুলছে। তাকে সোমবার আদালতে তোলে রিমান্ডের জন্য আবেদন করা হবে। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে সে গোটা পাথারকান্দি এবং সংলগ্ন এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। ময়নার হাত থেকে রক্ষা পাননি তার নিজের বড় ভাইও। গত বছর হাতে তৈরি বন্দুক দিয়ে জমি সংক্রান্ত বিবাদে নিজের বড় ভাই আব্দুল ফাত্তাকে গুলি ছুঁড়ে খুন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল সে। সে ড্রাগস পাচার ও ডাকাতি কাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত।

বিশ্বজুড়ে এত রক্তপাত কেন?

সফিকুজ্জামান

মানব মনের সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর মধ্যে ক্রোধ অন্যতম। মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী, এই প্রবৃত্তিগুলো কেউ শিখিয়ে দেয় না। মানুষ বংশপরম্পরায় প্রকৃতিগতভাবে পেয়ে আসছে। সহজাত প্রবৃত্তিগুলো হঠাৎ করে প্রকট হয়ে ওঠে না— স্নায়বিক মানুষের পারিপার্শ্বিক ঘটনা প্রবাহের উত্তাপরে প্রতিক্রিয়ায় এক একটি বহিঃপ্রকাশ রূপেই এগুলো প্রকট হয়ে ওঠে। দীর্ঘ অুশীলনের মাধ্যমে মা নুষ দৃঢ় আত্মশক্তি অর্জন করতে পারে। এই আত্মশক্তি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক গুণাবলী আত্মস্থ করা। পড্থাগত শিক্ষায় মানুষ নিজ জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও সমাজিক বিকাশ ঘটাতে সক্ষমের জন্য প্রয়োজনীয় আদর্শ পাঠ্যক্রম। এচাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষার মধ্য দিয়েও নৈতিকতা অর্ঝন সম্ভব, কারণ পৃথিবীর প্রচলিত সব ধর্মের মূল কথা, মানুষকে ভালবাসা, আর্তের দেবসবা করা। সুতরাং মান বিক শিক্ষার আলোয় হৃদয়কে অলোকিত করতে হবে, তবেই ক্রোধের পাকে হিংসা দুরীভূত হয়ে জন্ম নেবে ভালোবাসা ও মানবতাবাদ।

সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশও বিশ্বের নানা প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা নজিরবিহীনভাবে বেড়েই চলেছে। প্রথমে আন্তর্জাতিক স্তরের আলোচনায় আসা যাক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন ক্রমবর্ধমান। সৌদি আরবে বসবাসরত মুসলিম শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা সুন্নিদের দ্বারা বহুকাল ধরে নির্যা:তিত হয়ে আসছে, পক্ষান্তরে ইরানের সুন্নি স ম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর অমানবকিতার চিত্র আজও অপরিবর্তিত। ইউরোপ অস্ট্রেলিয়ার শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের কথা যদি ছেড়েই দিই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের পাশাপাশি অবস্থানটা কি সৌহার্দ্যপূর্ণ? পৃথিবীর অন্যতম শক্তিধর কমিউনিস্ট শাসিত দেশ চিনে উইঘুর মুসলিমদের ওপর যে অমানবিক বর্বরোচিত অত্যাচার চলছে তা ইতিহাসের পাতায় বিরল। বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশ শ্রীলঙ্কা এবং মায়ানমার, শ্রীলঙ্কায় অবৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচারের ঘটনা আমাদের আজানা নয়। তথাকথিত শান্তিকামী নেত্রী আং সাং সুকির মায়ানমারে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের উপর সেনাবাহিনীর নির্লজ্জ ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা আমাদেরকে স্তম্ভিত ক রেছে। কেউ কেউ হয়ত বলবেন এই হিংসা ও ঘৃণার ভিতর লুকিয়েছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ। আমাদের মনে পড়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও হাজার হাজার বেসামরিক নিরীহ নাগরিকদের মৃত্যু, যে সময় হিটচালরে জার্মান সেনাবাহিনী রুশদের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে প্রায় পরাজয়ের প্রহর গুনছিল। তাহলে কি ওই সময়েই পরমাণু শক্তি প্রয়োগের কোনও যৌক্তিকতা চিল? এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্যালেস্তানীয়দের জোর করে নিজভূমে পরবাসী করে ব্রিটেন ও অমেরিকার মদতে গড়ে উঠল ইজরায়েল নামক রাষ্ট্র। প্যালেস্তানীয় তাদের ভূমি ফিরে পেতে শুরু করল গেরিলা যুদ্ধ, ইজরায়েললের পরিভাষায় তারা সন্ত্রাসবাদী। মনে পড়ে ভিয়েতনাম যুদ্ধ আর নাপাম বোমা, পরমাণু অস্ত্রেরঅজুহাতে ইরাকের ওপর নির্মম বোমার্বণ দরে নিই সাদ্দাম হোসেন অত্যাচারী শাসক ছিলনে, বহু মানুষকে তার নিদেশে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু আমেরিকা কি স াদ্দাম হোসেনের চেয়ে অনেক কম ইরাকি জনগণকে হত্যা করেছে?এর আগের ঘটনা আমোরকার আফগান নীতি প্রেসিডেন্ট নাজিবুল্লাহর শাসনকালে বিদ্রোহ দমনের জন্য রুশ বাহিনীর সাহায্য নেয়া হ য়েছিল, ওই সময় আমেরিকার মদতে পাকিস্তানের মাটিতে মোল্লা ওমর ও ওসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বে গড়ে উঠে তালিবান বাহিনী। আমেরিকার সৃষ্ট সেই বিন লাদেনকে এবং তালিবান বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের মাটিতে আবারও রক্তস্রোত হল। যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার নিয়ে চিৎকার করে, তারই বিশ্বের সর্বাধিক গণহত্যাকারী দেশ নয়তো? গোয়েন্তোনামো কারাগারের অভ্যন্তরে মানবাধিকারের কান্না কান পাতলেই প্রতিধ্বনিত হয়। ইতিহাসের পাতায় চোখে পড়ে অত্যাচারিত দাসরা মালিকদের বিরুদ্ধে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে সংগ্রাম করেছে, পরাজিত বিদ্রোহী দাসদের অকথ্য নির্যাতন হয়েছে --- এই বিদ্রোহী দাসেরা নিশ্চয়ই সন্ত্রাসা ছিল না। নিপীড়িত মানুষ কখনও কখনও গর্জে উঠে অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য, তারা সে অর্থে স্ত্রাসী নয়।অবশ্য ভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী কিছু মানুষ হত্যার মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করে রাষ্ট্রকে অস্থির করে তুলে নিজেদের কর্মপন্থাকে কার্যকরী করে তুলতে চায়। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করাও এদের কার্যক্রমের মধ্যেই পড়ে. আমরা গর্ব করে বলি, ভারতবর্ষ গৌতম বুদ্ধ পেয়েছে, পেয়েছে মহাত্মা গান্ধীকে অহিংসার বাণীতেই আমাদের অটুট বিশ্বাস। কিন্তু ব্রিটিশের সে থেকে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষকে কি আমরা আদৌ উৎপাটন করতে পেরেছি? স্বাধীনতার প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র নগ্ন চেহারা বাপুজির অহিংস নীতিকে পদদলিত করেছিল। স্বাধীনতার পর অসমে বাঙালি, খোদানোর নামে বহু বাঙালির ঘরবাড়ি জতুগৃহে পরিণত হয়েছিল। তারপর দেশের ভয়ংকর তম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যমন্ত্রিত্বকালীন গুজরাত দাঙ্গাকে। এই সময়ের আগে এবং পরে এদেশে ছোটবড় অগণিত দাঙ্গায় মানুষের রক্তস্রোত বয়ে গিয়েছে। সমসাময়িককালে মবলিঞ্চিং অপ্রতিরোধ্যভাবে ক্রমবর্ধমান। সাম্প্রদায়িকতা ব্যতীত ছোটবড় শহর ও গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক হিংসা ও হত্যা থেমে নেই। কেন এত হত্যা, এত রক্তপাত? এসবের মূলেই আছে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের প্রভূতত্বকামী উগ্র মানসিকতা। হিংসা ও ঘৃণার পরিবর্তে আমরা কি মানুষকে ভালবাসার বাঁধনে বাঁধে উপরের সিঁড়িতে উঠতে পারি না? আমরা পোশাক পরিচ্ছদ ও বাহ্যিক আচার আচরণে যতই সভ্য হচ্ছি, হিংসাত্মক ঘটনাবলিকে সভ্যতার মোড়কে কিন্তু আবৃত করতে পারছি না। পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের আর্তনাদ বার বার নিষ্পেষিত হচ্ছে রাষ্ট্রশক্তির হাতে। তবুও থেমে নেই মানবিক কর্মী ও শান্তিকামী মানুষের চিৎকার।

আমরা প্রতি বছর ২ রা অক্টোবর জাতির জনক, অহিংসার পূজারি মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস পালন করি, এবছর তার ১৫০তম জন্মদিবস পালিত হয়। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ দিল্লির নয়ানাভিরাম রাজঘাটে গিয়ে গতানুগতিক সম্মান জানান এবং অনেক মূল্যবান ভাষণও দেন--- এটাই স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন তার যথাযথ প্রয়োগ, আমাদের রাষ্ট্রনেতাগণ গান্ধিজিকে নিয়ে কেবলমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনা করতেই ভালোবাসেন, বাস্তব প্রয়োগের বিষয়টা বিস্মৃত হয়েছেন। দেশের মাটিতে যখন ঘৃণার রক্ত ঝরে, তখন মনে হয় আমরা যেন জীবিত অহিংসাকে নাথুরামের ছদ্মবেশে বারবার হত্যা করে উল্লসিত হচ্ছি।

(সৌজন্যে— দৈঃ স্টেটসম্যান)

চিকিৎসক বিদ্যাসার

শুভেন্দু চ্যাটার্জি

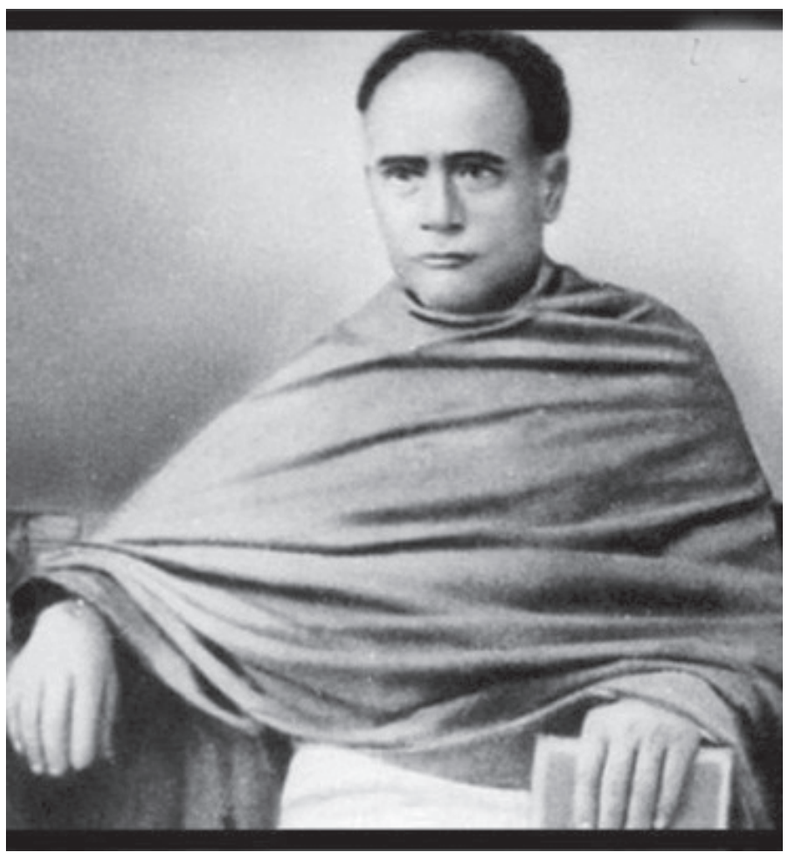

বিদ্যাসাগর বাঙালির বিস্ময়, মূলত তিনি ছিলেন সংস্কৃতের পন্ডিত। সাহিত্য সৃষ্টিতে তার অবদান ছিল কালজয়ী। বাংলা গদ্য সাহিত্যের তিনি ছিলেন জনক। শিক্ষা বিস্তার সমাজ সংস্কারে তার অবদান চিরস্মরণীয়। আর্ত দুঃস্থের সেবায় তিনি সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত করতেন। আর্ত, দুঃস্থের সেবার জন্যই তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের মাতা সেবা শুশ্রূষার মানবিকতার ব্রত অর্জন করেন। ভগবতীদেবী রুগীদের সেবা করতেন নিজের হাতে মাছের ঝোল ও অন্যান্য পথ্যাদিও প্রস্তুত করে দিতেন। বিদ্যাসাগরও অর্থ দিয়ে আর্থ মানুষের যেমন সেবা করতেন তেমনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মাধ্যমে দুঃস্থ, আর্ত মানুষের চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন— বিধাতার স্বহস্ত লিখিত শাস্ত্র তাহার হৃদয়ের মধ্যে দিনরাত্রি উদঘাটিত ছিল। অভিমন্যু জননী থাকিয়া যেভাবে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগারও সেবাবে মাতৃগর্ভে বাসকালেই বিবিধ বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন।

১৮৩৫ সালে বারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বছর, ঐ কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডা. জর্নিং বার্জার যিনি রঞ্জিত সিংহের চিকিৎসক ছিলেন, তিনি ১৮৫৬ সালে ভারতের পূর্ব অংশে হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের প্রচারে শুরু করেন। এরপর ১৮৫১ সালে ডা টলেভার ভারতের পশ্চিম অংশে হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের প্রচলন শুরু করেন। কলকাতার বহু বাজারে প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা. টননেরেক চিকিৎসা করতে শুরু করেন। কথিত আছে রাজেন্দ্রনাথ দত্ত ডা. টননেরেককে কলকাতায় নিয়ে আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার শিরঃপীণার যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পান, তখন রাজেন্দ্রনাথ দত্ত তাকে হোমিওপ্যাতিকওষুধ প্রদান করেন, বিদ্যাসাগরের কষ্ট উপশম হয়। রাজেন্দ্রনাথ একবার হোমিপ্যাথিক ওষুধের মাধ্যমে কোষ্ঠকাঠিন্যজনিত অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থা দূর করেন। এই দুটি ঘটনা বিদ্যাসাগরকে খুবই বিস্মিত করে। বিদ্যাসাগর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। এরপর বিখ্যাত হোমিও প্যাথিক চিকিৎসক বেরিনী সাহেব কলকাতায় এসে মানুষের চিকিৎসা করাতে শুরু করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে সফতা অর্জন করেন। বিদ্যাসাগরও এই সমস্ত ঘটনা পরম্পরায় আকৃষ্ট হন। এবং বেরিনী সাহবের সহেগ তার সম্পর্ক গড়ে উঠে. বিদ্যাসাগর পরিবারেও হোমিও প্যাথিক কিচিকিৎসার প্রতি আকর্ষণ গফেওউষ্ণড়ে উঠে। তার দুই ভাই দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ওঈশানচন্দ্রও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি আকৃষ্ণট হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও হোমিও প্যাথিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতে শুরু করেন। মূলত আদিবাসী, দরিদরত্ম, আর্ত মানুষদের সেবা করতে শুরু করেন। ক্ষুদিরাম বসু, বিদ্যাসাগর স্মৃতি নায়ক গ্রন্থে লিখেছেন আমার একবার পেটের ব্যারাম হছিল। ব্রজেন বাজুজো, প্রতাপ মজুমদারের ওধ ঠিক লাগছিল না। ৯বদ্যাসাগ মশাই আমাকে দেখতে এসে বললেন থাকবে? না যাবে? আমি একটু হাসলাম। তিনি বই খুঁজে খুঁজে আমাকে ওধ দিলেন। ৩ বার খেয়েই সুস্থ হলাম। হোমিওপ্যাথিক চিচিৎসার চর্চা তিনি বিশেষ রকেই করেছিলেন। মহেন্দ্র ডাক্তারকেও তিনিই একরকম হোমিওপ্যাথিতে হাতেখড়ি দেন। লালবিহারী মিত্রের এক সময় লিভার অবসেস হয়। মহেন্দর ডাক্তার দেখেশুনে ওধ দিয়ে গেলেন। তারপর বিদ্যাসাগরমশাই এস রোগীকে দেখে সে ওষুধ আর দিতে দিলেন না।

তিনি নিজে দেখেশুনে ষওধ খাইয়ে তার দুরারোগ্য রোগ সারিয়েছিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি বিদ্যাসাগরের প্রবল আস্থা ছিল। বিদ্যাসাগর হোমিওপ্যাথিক বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য অনেক পুস্তক ক্রয় করেন। নরকঙ্কাল ক্রয় করেন। বিস্তর ওষুধ ক্রয় করে রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। যে সমস্ত বিখ্যাত বই ক্রয় করেছিলেন, সেগুলি হল ডা. সুসলার স্যামুয়েল হ্যানিমেন, ডা, বোরী ডা. বোরিক, ডা. ডিউই, ডা, চ্যাপমানের হোমিওপ্যাথিক বই। পাশাপাশি তিনি ফাদার মুলারের টুয়েলভ টিসু রেমিডিস ডা ই বি ন্যাশ ডা জেটি কেন্ট, ডা. এইচ সি অ্যালেন, ডা. বিটি মার্স প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানী চিকিৎসকদের গ্রন্থ ক্রয় করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিভাবান বিদ্যাসাগর চিকিৎসা বিদ্যায় ধ্বন্নতরি হয়ে উঠতেন. সে সময় কলেরা ও ম্যালেরিয়া ছিল মানুষের নিত্যনৈমিত্যিক বিষয় বিশেষত ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হয়ে গ্রামের পর গ্রামের মানুষ মরা যেত। হাসপাতালের অপ্রতুলতা ব্যয়সাধ্যতা সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করত। এি মৃত্যুর মিছিল বিদ্যাসাগরকে বিচলিত করত। তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সেবার সংকল্প গ্রহণ করেন, মূলত ভাগবতী দেবীর কাছ থেকেই দাতব্য বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও দাতব্য ছাত্রাবাস দাতব্য চিকিৎসায় স্থাপন করে মানুষের সেবা করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়ে বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষার আমি ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ যাই। একবার যাইবার আট -দশ দিন পূর্বে আমার ভয়ানক জ্বর হয়। তখন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখি আমি একটানা লক্ষ্ণৌ যাইতে পারিব না, আপনার ওখানে একদিন থাকিয়া যাইব। ঠিক দিনে পৌঁছিবার আশায় আমি পথ্য করিয়াই যাত্রা করি। আমার সঙ্গে আমার গ্রামের মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের একটি ছেলে ছিল, তাহারও ম্যালেরিয়া জ্বর, তাই তাহার বাপ আমার সঙ্গে তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর নিজে যেমন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাতেন, অনেক মহান ব্যক্তিকেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। যেমন ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন ব্রিটটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ভারত শাখার প্রভাবশালী সম্পাদক ও পরে সহসভাপতি পদে আসীন হয়েছিলেন। তিনি হোমিওপ্যাথের প্রতি চরম বিদ্বেষী ছিলেন। শম্ভু চন্দ্র বিদ্যারত্নের বিদ্যাসাগর জীবনচরিত থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১৮৬৭ সালে তৎকালীন কলকাতার বিচারপতি তারকনাথ মিত্রের চিকিৎসা করার পর একই গাড়িতে মহেন্দ্রলাল সরকার, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও বিদ্যাসাগর তিনজন ফিরছিলেন।

হোমিপ্যাথ নিয়ে গাড়ির মধ্য মহেন্দ্রলালের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের চরম বাদানুবাদ হয়। বাদানুবাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, শম্ভুচন্দ্র বলেন— মশায় আমাকে নামিয়ে দিন। আপনাদের বিবাদে আমার কানে তালা লাগল। কিন্তু পরে মহেন্দ্রলাল সরকার অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা পরিত্যাগ করে হোমিপ্যাথিক শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি বিদ্যাসাগরের প্রবল অনুরাগের কথা অমৃতলাল বসুর কথা থেকেও জানতে পারি। রসরাজ অমৃতলাল বসুর ভাষায় — বিদ্যাসাগর তাহার পিতৃদেবকে কাশীতে রাখিয়ে গিয়াছিলেন। লোকনাথবাবুর বাসাতেই তিনি উঠিলেন। বিদ্যাসাগর মশাই লোকনাথবাবুকে হোমিওপ্যাথিক শিখিতে বলেন।

বিদ্যাসাগর হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা প্রসারের জন্য অনেক জমিদার ও তৎকালীন প্রভাবশালীব্যক্তিদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বিদ্যাসাগর শল্যবিষয় ও শব ব্যবচ্ছেদ ডা. চন্দ্রমোহন ঘোষের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত বিদ্যাসাগরের সহস্তে লিখিত একটি ডাইরি আছে. সে ডাইরিটি শুধুমাত্র ইংরাজিতে লেখা, ডাইরিটিতেও প্রথম তারিখ রয়েছে ১৮৮০-র ২৫ সেপ্টেম্বর আর শেষ তারিখ আছে ১৮৮৩-র ১৩ সেপ্টেম্বর। চিকিৎসা শাস্ত্রে তার দক্ষতা নানান দিকে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। নিজের কন্যা শরৎকুমারীর জটিল রোগ বিদ্যাসাগর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মাধ্যমে নিরাময় করেন। বিনা পয়সায় তিনি সাধারণ মানুষকে ওষুধ বিতরণ করতেন

(সৌজন্যে— দৈঃ স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির কারণ এবার মিয়ানমার : বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনসী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৪।। গত মাসে ভারত রপ্তানি বন্ধের পর বাংলাদেশে বেড়ে গিয়েছিল পেঁয়াজের দাম। সরকার অন্য দেশ থেকে আমদানি বাড়ানোসহ নানা পদক্ষেপে দাম কিছু কমলেও গত কয়েকদিনে আবার ঊর্ধমুখী এই নিত্যপণ্যের বাজার।সর্বশেষ দরের এই ঊর্ধগতির জন্য মিয়ানমারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কারণ দেখিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলছেন, এই পরিস্থিতি অচিরেই ঠিক হয়ে যাবে। বৌদ্ধদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব প্রবারণা পূর্ণিমা রোববার পালিত হয়েছে। মিয়ানমারে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই বৌদ্ধ।বাংলাদেশে পেঁয়াজের বার্ষিক চাহিদা ২৪ লাখ মেট্রিক টনের মতো। দেশে উৎপাদনের পর ১০ থেকে ১১ লাখ টন পেঁয়াজ আমদানি করতে হয়, যার বেশিরভাগই আসে ভারত থেকে।বন্যার কারণে উৎপাদন কম হওয়ায় গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করার ঘোষণা দেয়; তখন বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম ৩০ টাকা থেকে ১০০ টাকায় উঠে যায়।পরিস্থিতি সামাল দিতে তখন মিয়ানমার থেকে আমদানি বাড়িয়ে দেয় সরকার। এটিসহ নানা পদক্ষেপে দাম কিছুটা কমলেও গত কয়েকদিন ধরে ৮০ থেকে ৯৫ টাকায় উঠে গেছে দাম।

সোমবার পাট মন্ত্রণালয়ে এক অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রীকে পেয়ে সাংবাদিকরা পেঁয়াজের দাম নিয়ে প্রশ্ন করেন।জবাবে তিনি বলেন, মিয়ানমারে ধর্মীয় একটি অনুষ্ঠানের কারণে দুই /তিন দিন তাদের রপ্তানি বন্ধ ওইটা বন্ধ হওয়ার কারণে দুই-তিন দিনে দামটা বেড়েছে।সরকারও সচেষ্ট জানিয়ে টিপু মুনশি বলেন, "আমরা চেষ্টা করছি। অবশ্য আমি দেশে ছিলাম না, আজ সকালে দেশে ফিরেছি। সচিব তো কথা বলেছে, চেষ্টা করছে বড় কিছু আমদানিকারক দ্বারা আমদানি করার জন্য। সমস্যাটা সাময়িক।যেহেতু আমাদের সোর্স (ভারত) যেটা ছিল, সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের হঠাৎ করে চাপ পড়েছে। মিয়ানমারের ঝামেলাও মিটে গেছে। সাপ্লাই শুরু হয়ে যাবে। তারপর অন্য জায়গা থেকেও আনব।

ট্যারিফ কমিশনের হিসাবে বাজারে পেঁয়াজের ঘাটতি নেই। ফলে মিয়ানমার থেকে কয়েকদিন আমদানি বন্ধ থাকলে তার প্রভাব ঢাকার বাজারেও পড়ার কথা নয় বলে স্বীকার করেন বাণিজ্যমন্ত্রী।ব্যবসায়ীরা এ সুযোগটা নিচ্ছে। এটার প্রভাব পড়তে তো সময় লাগবে। কিন্তু সাথে সাথে দাম বাড়িয়ে দেয়, সুযোগটা নেয় ব্যবসায়ীরা। এটা তো ঠিক কথা নয়। আমরা শক্ত অবস্থানে যাব।গুদামে পেঁয়াজ মজুত বন্ধে ব্যবসায়ীদের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন বলেও জানান টিপু মুনশি।পেঁয়াজের দাম কমিয়ে আনার আশ্বাস আগেও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ফল পুরোপুরি আসেনি।এ বিষয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, একটু সইতে হবে, একটু কষ্ট করতে হবে কিছু দিনের জন্য। যেহেতু আমাদের নিজস্ব উৎপাদনে ঘাটতি আছে। আমাদের পরের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি। ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা দরকার। তারপর আমরা বড় বড় কোম্পানি সিটি গ্রুপ, আরও দুই-তিনটা বড় কোম্পানির সাথে কথা হয়েছে, মিটিং হয়েছে। তারা বড় পরিমাণে আনবে।এ মাসের শেষের দিকে ভারতও রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত বদলাবে বলে আশা করছেন বাণিজ্যমন্ত্রী।

ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন,ওদের মহারাষ্ট্রে একটি নির্বাচন রয়েছে এই মাসের ২১ তারিখে। তারপর তিনি আশা করেছেন পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের স্পিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৪।। জাতীয় সংসদের স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধারাবাহিক নেতৃত্বে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন অনন্য উচ্চতায় উল্লেখ করে তিনি বলেন,বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধারাবাহিক নেতৃত্বে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ৫০টি সংসদীয় কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ। এছাড়া বাংলাদেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিকসহ সকল সূচকে সুদৃঢ় অবস্থানে রয়েছে।

স্পিকারের সাথে আলজেরিয়া পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট স্লিমানে চেনাইন এর সাক্ষাৎকালে তিনি এ কথা বলেন।

বেলগ্রেডে ১৪১তম ইন্টার পার্লামেন্টারী ইউনিয়ন (আইপিইউ) এর ভেন্যুতে এই বৈঠক রোববার অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আজ ঢাকায় প্রাপ্ত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়, সংসদীয় চর্চা, সংসদীয় মৈত্রী গ্রুপ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং সন্ত্রাসবাদ নির্মূল নিয়ে আলোচনা হয়েছে।স্পিকার বলেন, বাংলাদেশের সাথে আলজেরিয়ার সম্পর্ক ঐতিহাসিক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই আলজেরিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ আজও স্মরণীয় হয়ে আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সংসদীয় চর্চা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে আলজেরিয়ার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সময় তিনি আলজেরিয়া পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্টকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রন জানান।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন।

সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর এই নীতিতে বিশ্বাস করে বাংলাদেশ। সংসদীয় সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে ওআইসিভূক্ত দেশসমূহ শান্তি আনয়নে ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।আলজেরিয়া পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট স্লিমানে চেনাইন বলেন, সংসদীয় মৈত্রী গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে দু'দেশের বিদ্যমান সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হতে পারে। ঐতিহাসিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় দুই দেশ আন্তর্জাতিকভাবে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে ভূমিকা রাখতে পারে।

তিনি বলেন, আইপিইউ সম্মেলন এমন এক মিলনমেলা যেখানে বিশ্বের সকল দেশ মত-বিনিময়ের সুযোগ পায়। সারা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে এ সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে।

এ সময় বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য ডেপুটি স্পিকার মো. ফজলে রাব্বী মিয়া, চীফ হুইপ নূর -ই-আলম চৌধুরী, হুইপ আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি তোফায়েল আহমেদ এমপি, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আমির হোসেন আমু এমপি এবং মো. হাবিবে মিল্লাত এমপি, ফাহমী গোলন্দাজ বাবেল এমপি, আবদুস সালাম মুর্শেদী এমপি, পীর ফজলুর রহমান এমপি, সুবর্ণা মুস্তাফা এমপি, শবনম জাহান এমপি, সংসদ সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব ড় জাফর আহমেদ খান এবং ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবদুস সোবহান সিকদার উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি চলছে : রাশেদ খান মেনন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৪।। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের শরিক ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি এবং সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বলেছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার শহীদদের ঋণ কিছুটা শোধ হলেও, সাম্প্রদায়িকতার অবসান হয় নাই। জঙ্গিবাদকে রোখা গেছে, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি চলছে।

সোমবার (১৪ অক্টোবর) সকালে জয়দেবপুরের বঙ্গতাজ অডিটোরিয়ামে গাজীপুর জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনি কথা বলেন।

মেনন বলেন,১৪ দলের প্রথম অঙ্গিকার ছিলো বিএনপি-জামায়াতের দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন ও সাম্প্রদায়িকতার ধারার অবসান করা। গত দশ বছরে সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছি বলেই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা এতো অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিলো।

ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্ক করে আইন-বিচারের বাইরে চলে গিয়েছিলো।তিনি বলেন,এদেরকে অনুপ্রবেশকারী বলে হালকা করে দেখানো ঠিক হবে না। মাঝে মধ্যেই মার্ক-ট্রিটমেন্ট এদের ভিত দুর্বল করবে।

কিন্তু মূলোৎপাটন করতে পারবে না।সাবেক এই মন্ত্রী বলেন, অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়নের মধ্যেই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের বীজ নিহিত রয়েছে।

সেই ভোগবাদী ও লুটেরা অর্থনৈতিক ধারার পরিবর্তন করে রাষ্ট্র ও সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ওয়ার্কার্স পার্টি দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন ও সাম্প্রদায়িকতার ধারার অবসান ঘটাতে সামনে থেকে লড়াইয়ে সাহসী নেতৃত্ব দেবে উল্লেখ করে মেনন বলেন, পার্টির দশম কংগ্রেস দেশবাসীকে সেই পথই নির্দেশ করবে।

গবেষণা ফার্মে আউটসোর্সিং করার সকল উদ্যোগের প্রতিবাদ জানিয়ে মেনন বলেন,কৃষি ফার্ম শ্রমিকরা এই ষড়যন্ত্রকে অবশ্যই প্রতিরোধ করবে।

গাজীপুর জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি আবদুল মজিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য মাহমুদুল হাসান মানিক, জেলার সাধারণ সম্পাদক মীর দেলোয়ার হোসেন, গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি গোস্বামী, গাজীপুর শ্রমিক লীগের সভাপতি আব্দুর রশীদ, কৃষি ফার্ম শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি লেহাজউদ্দীন।

পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পাঁয়তারা চলছে : রিজভী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৪।। সরকার পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পাঁয়তারা করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সমালোচনা করে তিনি বলেন,ছাত্রলীগের অপকর্ম দিয়ে ছাত্র রাজনীতি বা সাংগঠনিক রাজনীতি ক্যাম্পাসে বন্ধের উদ্যোগ চলছে। কারণ সরকার এটি করেছে পরিকল্পিতভাবে।

বিরাজনীতিকরণের এটি একটি দৃষ্টান্ত।এটি বহু আগে ওয়ান-ইলেভেন থেকেই শুরু হয়েছে।

একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে, তাই ছাত্রলীগকে দিয়েই, নিজের সন্তানদের দিয়েই সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন তারা।

নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সোমবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে রিজভী বলেন, ছাত্র রাজনীতি অপভ্রংশ অপরাজনীতি তথা সন্ত্রাস-দুর্নীতি এবং রক্তপাতের অজুহাতে সমগ্র ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়াটা গভীর মাস্টারপ্ল্যানেরই অংশ। ছাত্র রাজনীতিকে যারা কলুষিত করেছে, মারামারি-দলাদলিকে যারা উৎসাহিত করেছে, ক্যাম্পাসে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা বিস্তারে যারা মদদ দিয়েছে তারাই প্রকৃত ছাত্র রাজনীতিকে মানুষের চোখে হেয় করেছে, তারাই এখন সমগ্র ছাত্র রাজনীতিকে বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে। তিনি বলেন,ছাত্রলীগের কদাচারের জন্য সমগ্র ছাত্র সমাজ বা ছাত্র রাজনীতি দায়ী হতে পারে না।

এর জন্য বহু শতাব্দীর একাডেমিক ফ্রিডমসহ বহু মুক্তি আন্দোলন সংগ্রামের পথিকৃৎ ছাত্র সমাজে ছাত্র রাজনীতিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো ঠিক নয়।

ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন,ছাত্র সমাজের সেই মহিমামণ্ডিত ঐতিহ্য ম্লান করেছে বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠির ছাত্র সংগঠন।

স্বাধীনতার পরপরই ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও শহীদ মিনারে ছাত্রী লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে এই ছাত্রলীগ তাদের যাত্রা শুরু। তাদের উত্তরসূরিরাই বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে হলে হলে প্রচলিত বিধিবিধানকে তোয়াক্কা না করে নিষ্ঠুর ও সর্বনাশা নির্যাতন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে সরকারের ছত্রছায়ায়।সরকারের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিরঙ্কুশ আনুগত্যের কারণেই 'ছাত্রলীগ বিচারের তোয়াক্কা করছে না' বলে মন্তব্য করেন রিজভী।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা হাবিবুল ইসলাম হাবিব, মীর সরফত আলী সপু, আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, আমিনুল ইসলাম, কাজী রফিক, আবদুল খালেক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শিবির সন্দেহে বুয়েট ছাত্র আবরারকে পেটানো হয়েছিল : বাংলাদেশের পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৪।। আবরার হত্যাকাণ্ড নিয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার মো. মনিরুল ইসলাম বলেছেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে চারজনের আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে এসেছে যে, তারা শিবির সন্দেহে আবরারকে ডেকে নিয়ে মারপিট করছিলেন।তিনি বলেন, আবরারকে হত্যার উদ্দেশ্যে মারপিট করা হয়েছে, নাকি মারপিটের জন্য মারপিট করা হয়েছে, সে ব্যাপারে তথ্য—উপাত্ত বিশ্লেষণ শেষে জানা যাবে।

সোমবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মনিরুল এ কথা বলেন। এ ঘটনায় হওয়া মামলায় তদন্ত শেষে নভেম্বরের শুরুর দিকে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হতে পারে বলেও জানান তিনি।তবে এর আগে তদন্তকারীরা সন্দেহ করছিলেন, ফেসবুক পোস্টের কারণে আবরার ছাত্রলীগের রোষের শিকার হয়ে থাকতে পারেন। ঘটনার আগের দিন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি নিয়ে সরকারের সমালোচনা করে ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছিলেন আবরার। শেরে বাংলা হলের ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এর পরই শিবির সন্দেহে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকে পেটায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, কারও কারও জবানবন্দিতে এসেছে, কয়েক ঘণ্টা ধরে মারধর করা হয়েছে।

বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে গত ৬ অক্টোবর রাতে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। হত্যার ঘটনায় এখন পর্যন্ত বুয়েটের ১৯ ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে এজাহারভুক্ত ১৫ জন রয়েছেন।

আজ হরিয়ানায় একাধিক নির্বাচনী কর্মসূচি মোদী-শাহের

চণ্ডীগড়, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ২১ অক্টোবর হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচন। সেই উপলক্ষ্যে জোর কদমে চলছে নির্বাচনী প্রচার। কেউ একে অন্যকে জমি ছাড়তে নারাজ। একদিকে যখন হরিয়ানায় ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি অন্যদিকে লোকসভা নির্বাচনের ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠে রাজ্যে ক্ষমতা আসার জন্য মুখিয়ে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন দল কংগ্রেস। সোমবার হরিয়ানা একাধিক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এদিন হরিয়ানার ফতেহাবাদ, সিরসা এবং হিসারে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখবেন বিজেপি সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

অন্যদিকে বল্লভগড়ে বিরাট নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জনসভায় বিপুল জন সমাগম হবে। কংগ্রেসের প্রথমসারির নেতা তথা প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী নুহতে নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করে বক্তব্য রাখবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে রবিবারই নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেছে বিজেপি। সেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কৃষিকে।

রবিবার কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যের সমগ্র স্থানে। ছবি- নিজস্ব।

সেতার বাদক নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স) : আজ ১৪ অক্টোবর, সোমবার বিখ্যাত সেতার বাদক নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৮৯ তম জন্মবার্ষিকী। এই বিশেষ দিনে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টুইটের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'বিখ্যাত সেতার বাদক নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিবসে জানাই প্রণাম।' ১৯৩১ সালে ১৪ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে ২ জানুয়ারী, মাত্র ৫৪ বছর বয়সে জীবনাবসান ঘটে তাঁর। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মাইহার ঘরানারএকজন ভারতীয় ধ্রুপদী সেতার বাদক। কিংবদন্তি বাবা আল্লাউদ্দিন খানের ছাত্র ছিলেন তিনি।

পন্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রযুক্তিগত গুণাবলীর ও শুদ্ধ প্রয়োগের জন্য ছিলেন সর্বাধিক পরিচিত। পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং ওস্তাদ বিলায়েত খানের পাশাপাশি তিনি অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সেতার বাদক হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য, ১৯৬৮ সালে তিনি পদ্মশ্রী সম্মান অর্জন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হন।

মধ্যপ্রদেশে গাড়ি উল্টে চার হকি খেলোয়াড়ের মৃত্যু

হোশঙ্গাবাদ(মধ্যপ্রদেশ), ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় নিহত চার জাতীয়স্তরের হকি খেলোয়াড়। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের হোশঙ্গাবাদে ঘটেছে।

ধ্যানচাঁদ ট্রফিতে খেলার জন্য ইটারসি থেকে হোশঙ্গাবাদের দিকে গাড়িতে করে আসছিল সাত জাতীয়স্তরের হকি খেলোয়াড়। রাইসালপুর গ্রামের কাছে ৬৯ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে

ছয়ের পাতায়

আজ ঠাকুরপুকুর থানায় হাজিরা দেবেন মুকুল রায়

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : রেল কমিটিতে পদ পাইয়ে দেওয়ার প্রতারণা মামলায় আজ, সোমবার ঠাকুরপুকুর থানায় হাজিরা দেবেন মুকুল রায়।

এর আগে গত ৬ সেপ্টেম্বর রেল প্রতারণা মামলায় গ্রেফতারি থেকে স্বস্তি পান মুকুল রায়। বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের গ্রেফতারিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুকুলবাবুকে গ্রেফতার করা যাবে না, তবে বিজেপি নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইলে তা করতে পারবে পুলিশ। এক্ষেত্রে মুকুলকে ৭২ ঘণ্টা আগে নোটিস দিয়ে জানাতে হবে। তার পরই মুকুলবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে পুলিশ।

সূত্রের খবর, আজ দুপুর ২টোয় ঠাকুরপুকুরে হাজিরা দেওয়ার কথা মুকুলবাবুর। ৭০ লক্ষ টাকা প্রতারণার মামলায় কলকাতা পুলিশের তরফে তাঁকে তলব করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বেহালার সরশুনা থানায় মুকুল রায়ের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। মুকুলবাবু ও আরও ৪ জনের নামে ওই এলাকারই এক বাসিন্দা প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। রেল বোর্ডের সদস্য করার নামে প্রতারণার অভিযোগ করেছিলেন ওই বাসিন্দা। এ বছরের গোড়াতেই অভিযোগ দায়ের করেন ওই বাসিন্দা। এর আগে এই প্রতারণার মামলায় বিজেপির মজদুর সংগঠনের নেতা বাবান ঘোষকে সরশুনা থানার পুলিশ গ্রেফতার করে তাঁর পাটুলির বাড়ি থেকে।

বেপরোয়া স্ট্যান্ট করতে গিয়ে বিপত্তি, মৃত্যু বাইক আরোহীর

মেরঠ(উত্তরপ্রদেশ), ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : রাস্তার উপর বেপরোয়া স্ট্যান্ট করতে গিয়ে বিপত্তি। নিহত এক বাইক আরোহী। রবিবার রাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মেরঠের পরতাপুরে।

মেরঠের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অজয় সাহানি জানিয়েছেন, রবিবার রাতে পরতাপুরে চারজন যুবক দুইটি মোটরবাইকে করে এসে রাস্তার উপর বেপরোয়া স্ট্যান্ট দেখাচ্ছিল। সেই সময় স্থানীয় এক গ্রামবাসীকে ধাক্কা মারে একটি বাইক। এতে রেগে গিয়ে স্ট্যান্ট দেখানো বাইকগুলিকে ধাওয়া করে গ্রামবাসী। স্থানীয়দের হাত থেকে বাঁচতে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় ওই দুইটি বাইকে থাকা চার যুবক। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা নয়ানজুলিতে পড়ে যায় বাইক আরোহীরা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শোয়েব নামে এক বাইক আরোহীর। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কর্তব্যে গাফিলতির জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে এক পুলিশকর্মীকে। অজয় সাহানি আরও দাবি করেছেন, বিষয়টিকে গণপিটুনি আখ্যা দিয়ে কিছু মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো খবর রটাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য বিষয়টি নিয়ে ভুয়ো খবর রটানো হচ্ছে বলে তিনি জানান। এই ঘটনায় দুই গ্রামবাসীকেও আটক করা হয়েছে।

সিলিন্ডার বিস্ফোরণে বাড়ি ভেঙে নিহত সাত

লখনউ, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ভেঙে পড়ল দুইতলা বাড়ি। নিহত সাত। গুরুতর জখম ১৫। সোমবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের মাউ জেলার মহম্মদাবাবাদের ওয়ালিদপুরে হয়েছে। ধ্বংসাবশেষ থেকে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা সাতজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৫। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

উদ্ধার কাজ চলছে ধ্বংসাশেষের নীচে এখনও অনেকের আটকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উদ্ধার কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ওয়ালিদপুরের সঙ্গত জির কাছে ছোট্টু বিশ্বকর্মার বাড়িতে সোমবার সকালে সিলিন্ডারে আগুন লেগে যায়। আগুন নেভানোর জন্য আসপাশের স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। সেই সময় হঠাৎই সিলিন্ডারটি ফেটে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে দুইতলা বাড়িটি ভেঙে পড়ে। সকাল ৬টা ৪৫মিনিট নাগাদ বিস্ফোরণটি হয়। পাশে থাকা অন্যান্য বাড়িগুলিও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিস্ফোরণের জেরে গোটা এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে আসেন জেলাশাসন জ্ঞান প্রকাশ ত্রিপাঠি ও পুলিশ সুপার অনুরাগ আর্য।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

খাওয়া সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলি কি?

ঢের হয়েছে মশাই। এবার ব্যাপারটা না হলে আর চলছে না। আরে, আমরা হলাম গিয়ে বাঙালি। আমাদের একটা জ্যাতাভি মান বলে কিছু আছে তো! গ্লোবাইলাইজেশনের যুগে বাংলা ভুলে যতই বং হই না কেন, আত্মাটাতো এখনো সে বাঙালিই আছে। তাই এসব গাল গপ্প আর কতদিন সহ্য হয় বলুন তো।

কি নিয়ে কথা বলছি বুঝতে পারছেন না নিশ্চয়? তা বুঝবেন কি করে। কোনো দিন কোনো কিছু নিয়ে একটু তলিয়ে ভেবেছেন নাকি। সারা জীবন সামনের লোকটা যা বলে এসেছে, তাতে গলা মিলিয়েছেন শুধু। আরে মশাই আমি এতসব কথা বলছি বাঙালি খাবার নিয়ে। এই যে আমাদের নানা পদ নিয়ে এত রকমের দারণা, সেগুলি আদৌ ঠিক কিনা। তা কখনো ভেবে দেখেছে? কোনো কিছু না ভেবেই এটারসঙ্গে ওটা খাওয়া যায় না, এটা খেলে সেটা হয— এমন সব ধারণা অন্ধের মতো মেনে চলেছেন।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখবেন কত এক্সপেরিমেন্ট কত ঘাম ঝরানোর পর একটা একটা বাঙালি পদের আবিষ্কার হয়েছে। মিষ্টির কথাই ধরুন না। সময়টা ১৯ শতক হবে হয়ত। সে সময় জন্ম নিয়েলি এক নতুন পদ। ছানার মিষ্টি। এর আগে বাঙালি জিহ্বা শুধুমাত্র ক্ষীরের মিষ্টিই চেখেছিল। ছানা তখন বাঙালির কাচে ছিল অপাংক্তেয়। উত্তর কলকাতায় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের তৈরি নতুন বাজারে শুরু হল ছানার মিষ্টি নিয়ে নানা গবেষণা। শেষে নানা হাত ঘুরে জন্ম হল সন্দেশের। পরে নলিনচন্দ্র দাসের একক চেষ্টায় বঙ্গজীবনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল ছানার সন্দেশ। এর কিছু বছর পর ১৮৭৮ সালে আরেক মিষ্টি বিক্রেতা নবীনচন্দ্র দাস ছানার সঙ্গে সুজি মিশিয়ে তৈরি করলেন রসগোল্লা। আজও বাঙালির ভুরিভোজের আসর রসগোল্লা আর সন্দেশ ছাড়া ভাবাই যায় না।

তাহলে এবার ভাবুন বাঙালি খাবারের এতদিনকার এই যে ইতিহাস, তা কিছু বুল ধারণার জন্য কি এমনভাবে শেষ করে দেওয়া যায়?

পিয়াজ বড় হট, খেলে করবে ছটফট—

পিয়াজ খেলে নাকি গা গরম হয়। বাজে কথা। পিয়াজ খেলে বরং পাকস্থলী ঠান্ডা হয়। তবে এই ছোট্ট সবজিটি গরম তেলের সংস্পর্শে এলেই চরিত্র বদল করে গরম হয়ে যায়। তাই রান্না করা পিয়াজ গা গরম করে, কাঁচা পিয়াজ নয়। প্রসঙ্গত, এই খাবারটা গরম, এটা ঠান্ডা— এই ধারণাটা এসেছে চীনা তত্ত্ব, ইন অ্যান্ড ইয়েং অব ফুড থেকে। যে সব খাদ্য হার্টকে উদ্দীপিত করে, সে সব খাবার হল ইয়েং ফুড। আর যা খেলে পাকস্থলী ঠান্ডা হয়, সেগুলি ইন ফুড। পিয়াজ একটি ইন ফুড।

ফুলকো লুচি বনাম ন্যাতানো লুচি—

কেউ বলতে পারেন ফুলকো লুচি ভালো, না ন্যাতানো লুচি? না আমি স্বাদের দিক থেকে বলছি না। কোন লুচিটা খেলে শরীরের কম ক্ষতি হয়, সেটাই এখানে মূল বিবেচ্য বিষয়। শুনলে অবাক হবেন ছাঁকা তেলে ভাজা লুচি খেলে শরীর খারাপ হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। কারণ ফুলকো লুচি হয় তেল চুপচুপে। তাই ঠান্ডা লুচি বেঁদে দিয়ে যতই ভালো লাগুক না কেন, তা কোলেস্টেরল বাড়ায় হুড়মুড় করে।

কুমড়োভাজা, শরীর তাজা—

ভাতের সঙ্গে রোজ একটু করে কুমড়ো সেদ্ধ ব্যস, তাহলেই শরীর থাকবে চাঙ্গা, রোগ থাকবে দূরে— মা ঠাকুমাদের এই সেকেলে ধারণাটি একদমই ঠিক নয়। কারণ সেদ্ধর থেকে কুমড়ো ভাজা শরীরের পক্ষে বেশি ভালো. গবেষণায় দেখা গেছে ঢাউস এই সবজিটির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ থাকে, যা একমাত্র তেলের সংস্পর্শে এলেই সক্রিয় হয়। সেদ্ধ অবস্থায় এই ভিটামিনটি সে ভাবে কাজ করতেই পারে না। যে কারণে কুমড়ো সেদ্ধ খেলে শরীরের আলাদা করে কিছু ভালো হয় না। তাই ঠাম্মারা আজ থেকে আর সেদ্ধ নয়, ভাজা কুমড়োর জয়গান শুরু করুন।

খিচুড়ি নাকি অ্যাসিড ফ্যাক্টরি—

খিচুড়ি নামক খাদ্যটির সঙ্গে আমাদের ভালোবাসা সে কোন কাল থেকে। তবুও দেখ এই সুস্বাদু খাবারটিকে নিয়ে কত গুজব।

কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তো এও দাবি করেন, যে খিচুড়ি খেলেই নাকি অ্যাসিড হয়।

ভুল, সব ভুল! দোষটা আসলে খিচুড়ির নয়। আমাদের রান্নার পদ্ধতির। আমরা চাল ও ডাল একসঙ্গে দিয়ে খিচুড়ি রান্না করি। আর সেখানেই করি ফেলি আসলভুলটা। কারণ চাল যত তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়, ডাল অত ঝটপট সেদ্ধ হয় না। ফলে ডালটা কাঁচাই থেকে যায়। যে কারণে খিচুড়ি খেলেই অনেকের পেট ভার, বুক জ্বালা আর অ্যাসিড হয়। এবার থেকে খিচুড়ি রান্নার সময় প্রথমে হাঁড়িতে ডাল দিন। এর কিছুক্ষণ পর চাল মেশান। এতে চাল এবং ডাল দুটোই সমান সেদ্ধ হয়ে যাবে। দেখবেন আর কোনো সমস্যাই হচ্ছেনা।

বাঙালির ভাত ঘুম—

একথা ঠিক যে ভাত খেলেই ঘুম পায়। কারণ ভাতের মধ্যে মেলাটোনিন নামে একটি উপাদান থাকে, যা ঘুম ডেকে আনে। প্রসঙ্গত, ভাতের পাশাপাশি আলু, বার্লি এবং সিঙ্গাপুরি কলাতেও মেলাটোনিন থাকে। তাহলে প্রশ্ন, আলু বা সিঙ্গাপুরি কলা খেলে কেন ঘুম পায় না? উত্তরটা খুব সহজ। আমরা যে পরিমাণে ভাত খাই, সে পরিমাণে কি আলু বা সিঙ্গাপুরি কলাই খাই?

ভাতে মেদ বাড়ে, কমে রুটিতে—

ভাত আর রুটির নিউট্রিশন ভ্যালু একই। তাই ভাত খাওয়ার সঙ্গে মোটা হওয়ার যেমন কোনো সম্পর্ক নেই, তেমনি রুটি খেলেই তরতর করে মেদ ঝরবে, এমনটাই হয়না। আমরা সাধারণত ভাত খাই ডাল ও মাছের ঝোল দিয়ে। মাঝ ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। আর ডাল প্রোটিন সমৃদ্ধ। সঙ্গে ভাতের মধ্যে দিয়ে শরীরে কার্বোহাইড্রেট ঢোকে। তাই পুষ্টিগত দিক থেকে ভাত যে রুটির থেকে অনেক কদমই এগিয়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ডালে ডালে ইউরিক অ্যাসিড—

ডালের সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিড বাড়া বা কমার কোনো সম্পর্ক নেই। জেনে রাখা ভালো, যে সব খাবারে হাইপোজেনথিন নামক উপাদানটি থাকে, কেবলমাত্র সে সব খাবার খেলেই শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের আধিক্য ঘটে। প্রসঙ্গত, শুধু মুসুর ডাল কেন, কোনো ডালেই এই উপাদানটি থাকে না। যদিও ভাতের সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিডের সম্পর্ক নিবিড়। কারণ ভাতের মধ্যে সিম্পল সুগার খুব বেশি পরিমাণ থাকে। যা জয়েন্টের ব্যথা বাড়ার ক্ষেত্রে বড় ভুমিকা নেয়।ছোট মাছ খাও, বাড়বে চোখের জ্যোতি—

এই ধারণাটি অর্ধ সত্য। চোখের ক্ষমতা বাড়ায় ভিটামিন এ।

অবসাদ কীভাবে কাটাবেন?

চাপ বাড়ছে মনের উপর। পাহাড়প্রমাণ মানসিক চাপের কারণে একসময় আপনি অবসাদে ভুগতে শুরু করছেন। কিন্তু সামান্য কটা জিনিস মেনে চললে, মানসিক অবসাদ কাটানো অনেক সহজ হয়ে উঠবে।

চোখ বন্ধ করে বুকভরে শ্বাস নিন। মাথা থেকে সব চিন্তা হটানোর চেষ্টা করুন।

দিনের শত ব্যস্ততার মাঝেও ৩০ মিনিট সময় বের করে নিন। ওই ৩০ মিনিট ধ্যান করুন।

শরীর সুস্থ থাকলেই মন ভালো থাকবে। তাই শরীর সুস্থ রাখুন। রোজ সকালে নিয়ম করে তাই যোগা বা জগিং করুন। ব্যায়ামও কতে পারেন। হাসি মন ভাল করে দেয়। প্রাণ খুলে হাসুন। পজিটিভ এনার্জি পাবেন।

অবসর সময়ে বিশ্রাম করে কাটিয়ে দেওয়া নয়। নিজের পছন্দের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। সময় করে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দূরে ঘুরে আসুন। অপরিচিত জায়গা আপনাকে নতুন অক্সিজেন দেবে। একা বাড়ির মধ্যে বসে না থেকে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান।

কোনওভালো সালান বা স্পা পার্লালে গিয়ে বডি মেসেজ বা বডি স্পা করান।

এতেও যদি কাজ না হয়, নিজেকে বারবার বলুন, 'আমার থেকেও অনেকে খারাপ আছে। আমার যা আছে, অনেকের সেটুকুও নেই। আমি অনেক ভালো আছি।" সত্যিই, ভালো আছেন আপনি।

মানসিক চাপমুক্ত ও মন ভালো রাখতে একা থাকুন

একা থাকা মানেই অলস জীবন যাপন, দুশ্চিন্তা আর সময়ের অপচয় মনে করেন অনেকে। কিন্তু সলিটিউড আর লনলিনেস শব্দ দুটি কিন্তু ভিন্ন। বেশিরভাগই এ দু'টোকে এক বলে ভুল করেন। সলিটিউড অর্থ নির্জনতা যেখানে লনিলিনেস মানে একাকিত্ব। একা থাকা মানেই একাকিত্ব নয়। নির্জনে শুধুমাত্র নিজেকে সঙ্গ দেওয়া একটি শারীরিক ও মানসিক চহিদা। এতে ফিজিক্যাল ও মেন্টাল রিল্যাক্সমেন্ট হয়।

লনলিনেটস এর ফলশ্রুতিতে তৈরি হতে পারে মানসিক অবসাদ। কিন্তু মনোবিজ্ঞান বলে, সলিটিউড শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ফলদায়ক। জীবনকে আরও চিন্তাশীল, গতিশীল, সফল ও উৎপাদনশীল করতে দিনের একটি নির্দিস্ট সময় নির্জনেএকা থাকা উচিত বলে মনে করে মানসিক বিশেষজ্ঞরা। এর কিছু সফলতা রয়েছে।

চিন্তার জট মুক্তি

গবেষণায় দেখা গেছে, আমরা যেটুকু সময় নির্জনে একা থাকি সেসময় আমাদরে মস্তিষ্ক ভালো ভালো সিদ্ধান্ত তৈরি ও জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং উদ্যম ফিরে আসে। যা কোলাহল বা লোকজনপূর্ণ স্থানে সম্ভব নয়।

মানসিক চাপ দূর

দৈনন্দিন কাজ, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, মিটিং, ইত্যাদিতে মস্তিষ্কে চাপ তৈরি হয়। দিনে নির্দিষ্ট সময়ে একা থাকুন। এ সময়টায় নিজের যা ভালো লাগে, যা ভালো অনুভব করেন তাই করুণ। ক্লান্তি দূর হয়ে শরীর ও মনে জোর ফিরে আসবে।

সূক্ষ্ম চিন্তা ও বিচারশক্তি

সারাক্ষণ অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বা আলোচনা করলেও অনেক সময় সমাধান পাবেন না। কারণ আপনার মস্তিষ্ক তথ্য নিতে থাকবে কিন্তু তা বিশ্লেষণের জন্য ভুল ঠিক বিচারের সময় প্রয়োজন। সে সময়টি নিন। ইতিবাচক চিন্তা ও সহজ জীবনবোধ নির্জনতা জীবনকে সহজ করে। সারাদিন কী কী করলেন, আপনার দিনের পরিকল্পনা কতোটুকু সফল হলো, কতোটুকু অসম্পূর্ণ থাকলো, সফল হতে আর কী করা যেতে পারে তা ভাবার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দিনের এ ভাগটাই। এসবছাড়াও সম্পর্কের জটিলতা ও সমস্যাগুলো সমাধানের পথ হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ এ সময়টি।

বিচ্ছিন্নতা

আপনি একাধারে ঘরে বাইরে দায়িত্ব পালন করছেন। সামলে নিচ্ছেন বিভিন্ন ধারার সম্পর্ক দিনের যেকোনো একটি ভাগে নিজেকে সব বন্ধন থেকে মুক্ত করুন। নির্জন বারান্দায় সময় কাটান, ছাদে বা প্রিয় স্থানে একা সময় পার করুন। ভাবুন এই মুহূর্তে আপনি একমাত্র সত্ত্বা যাকে আপনি চেনেন ও জানার চেষ্টা করছেন। দেখবেন ধীরে ধীরে আপনার সব সমীকরণগুলো মিলে যাবে।একটু খানিই তো সময়, এরপর না হয় ফের যুক্ত হবেন প্রিয় মানুষদের সঙ্গে ও ব্যস্ত পৃথিবীতে। ভালো থাকুন।

নানা ঔষধি গুণে তিল

নানান গুণ রয়েছে তিলের ছোট্ট দানায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট উপাদান বয়সের বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব দূরে রাখে। আবার এর ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড চুল গজাতে সাহায্য করে। পুষ্টিবিদ জানিয়েছে, প্রসাধনী এবং বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান সৌলফ্লাওয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অমিত সারদা জানিয়েছেন তিলের গুণাগুণ সম্পর্কে। ত্বকের সুস্বাস্থ্য --- ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে এবং ক্ষয়পূরণ করতে কার্যকর তিল। সাহায্য করে আর্দ্র এবং উষ্ণ রাখতেও। এর প্রদাহরোধী পাদন প্যাথোজেন ও অন্যান্য প্রদাহ সৃষ্টিকারী উপাদান অপসারণের মাধ্যমে ত্বকের লালচেভাব ও অন্যান্য সমস্যা সরাতে সাহায্য করে। এই উপকার পেতে এক টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে দুই টেবিল চামচ তিলের গুঁড়ো মিসিয়ে নিন। এবার মুখে ধুয়ে মুছে আধ ভেজা অবস্থায় মিশ্রণটি মাখতে হবে। সপ্তাহে এক থেকে দুইবার এটি করতে হবে. চুলের যত্নে— তিলে রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যা চুলের গোড়ায় পুষ্টি সরবরাহ করে চুল গজাতে সাহায্য করে। মাথার ত্বক ময়েশচারাইজ করতে এবং সেখানে রক্ত সরবরাহ বাণানোর মাধ্যমে হেয়ার ফলিকল কে পুনরায় জীবিত করতে পারে তিল। দুই টেবিল চামচ তিলের তেলের সঙ্গে দুই থেকে তিন ফোঁটা রোজমেরি এসেনসিয়াল অয়েল ও এক টেবিল চামচ অ্যালোভেরা এবং অয়েল মিশিয়ে নিতে হবে। সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার এই মিশ্রণ মাথায় মালিশ করতে হবে এবং রাসায়নিক উপাদনহীন স্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। মুখগহ্বরের যত্নে--- অন্যান্য ভোজ্য বীজজাতীয় খাবারের তুলনায় তিলে তেলের মাত্রা সবচাইতে বেশি। এটি দাঁতের ফাঁক থেকে খাদ্যকণা বের করার মাধ্যমে মুখগহ্বরের সুস্বাস্থ্য রক্ষাতেও ভূমিকা রাখে। হজম ক্রিয়া বাড়াতে— কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয়ার মাধমে হজমক্রিয়ার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে তিল। তেজস্ক্রিয়তা থেকে রক্ষার্থে — ক্যান্সারে চিকিৎসার জন্য কিংবা বিশেষ কোনো শারীরিক পরীক্ষার জন্য তেজস্ক্রিয়তার সংস্পর্শে আসতে হয়। এই তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতিকর প্রভাব কমতে তিল উপকারী। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে — তিলে থাকা ম্যাগনেশিয়াম ও অন্যান্য উপাদান ইনসুলিন ও শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও এটি উপকারী। চুল পাকা ঠেকাতে — এর অ্যান্টি এজিং উপাদান চুলে পুষ্টি যোগায় এবং অকালে চুল পাকা রোধ করে। প্রদাহ রোধে --- হাড়ের জোড়, হাড় ও পেশিতে হওয়া প্রদাহ সারাতে উপকারী তিল। রোদপোড়া থেকে বাঁচাতে --- প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও এসপিএফ থাকে তিলে, যা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বককে বাঁচায়। এত গুণের কথা জেনে সকাল বিকাল তিল খেতে বসে গেলে চলবে না। মনে রাখতে হবে অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়।

স্টেম সেল থেরাপি

মনে করুন কোনো একটি অসুস্থতা নিয়ে আপনি ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেন। আর ডাক্তারবাবু আপনার শরীরের বিশেষ কিছু কোষ বিশেষ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে সেগুলি দিয়েই চিকিৎসা করলেন। যোগ চমৎকারভাবে সেরেও গেল। কেমন হবে ব্যাপারটা?

স্টেম সেল—এর মাধ্যমে বৈপ্লবিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এরকম দিন আর দূরে নাই। কী এই স্টেম সেল?

গড়পড়তা সাধারণ কোষ বলতে আমরা যা বুঝি স্টেম সেলের চরিত্রে তার সঙ্গে আরো বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে।

এরা হল দেহের কিছু কোষসমূহ, যেগুলি অবিভেদিত বা অপৃথীকৃত অবস্থায় রয়েছে এবং যেগুলি থেকে একদিকে যেমন বিভিন্ন অঙ্গের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পৃথীকত কোষগুলি সৃষ্ট হয় এবং অন্যদিকে মাইটোসিস পদ্ধতিতে স্টেম সেলগুলি বিভাজিত হয়ে আরো বেশি পরিমাণ স্টেম সেলও তৈরি হয়। স্টেম সেলগুলি মূলত দুই প্রকারের হয়—ভ্রূণের একটি বিশেষ দশা ব্লাস্টোসিস্ট থেকে সংগৃহীত এমব্রায়োনিক স্টেম সেল এবং অ্যাডাল্ট স্টেম সেল ---যেগুলি দেহের বিভিন্ন টিস্যু এবং অঙ্গে ছড়িয়ে থাকে। চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত স্টেম সেল নানাভাবে সংগ্রহ করা যায় --- যেমন, অস্থিমজ্জা, অ্যাডিপোজ কলা, রক্ত, এমনকী জন্মের পরপরই নাভিনালি থেকেও প্রচুর পরিমাণে স্টেম সেল সংগ্রহ করা যায়।

পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে স্টেম সেল কালচার করার পদ্ধতিরও অনেক উন্নতি হয়েছে। খুব সম্প্রতি তো একটি ওয়েবসাইট-এ একদল বিজ্ঞানী দাবি করেছেন যে একটি নতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে মাত্র ৩০ মিনিটে ভ্রূণজ জৈব পদার্থ ছাড়াই স্টেম সেল তৈরি করা যাচ্ছে। বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্টেম সেল-এর ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং গবেষণার পরিধি এতটাই বহুবিস্তৃত যে বলে শেষ করা কঠিন।

প্রথমদিকে শুধুমাত্র অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন—এর কাজে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে লিউকোমিয়া এবং লিম্ফোমা জাতীয় ক্যানসারের চিকিৎসায় সাইকোটক্সিস ওষুধের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলি প্রতিস্থাপন হিসাবেও স্টেম সেল ব্যবহার করা হচ্ছে।

বর্তমানে বিভিন্ন ব্রেন ক্যানসারের চিকিৎসায় স্টেম সেল ব্যবহারে ভালো সাড়া মিলেছে। স্ট্রোক, দুর্ঘটনাজনিত মস্তিস্কে আঘাত, এমনকী মস্তিষ্কের কিছু ডিজেনারোটিভ ডিসঅর্ডার যেমন, পারকিন্সন ডিজিজ, স্টেম সেল থেরাপি পরীক্ষামূলক স্তরে সফল। তাছাড়া আমবিলিকাল কর্ড ব্লাড থেকে সংগৃহীত স্টেম সেলকে ক্ষতিগ্রস্ত সুষান্মাকান্ড-এর অংশে প্রয়োগ করেও কয়েকটি ক্ষেত্রে অসুবিধারস উপশম সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষামূলক প্রাণীতেও স্টেম সেল-এর গবেষণায় অনেক সাফল্য মিলেছে, যেমন প্যারালিসিসে আক্রান্ত কুকুর স্বাভাবিকভাবে আবার হাঁটতে পারছে ইত্যাদি। পরীক্ষামূলক স্তরে মানুষের ওপর গবেষণায় যে যে সাফল্যগুলি মিলেছে সেগুলি নিম্নরূপ--- মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (পর্যাপ্ত রক্তপ্রবাহের অভাবজনিত কারণে হৃদপেশির পচনক্রিয়া) এবং অন্যান্য হার্ট ফেলিওর—এর ক্ষেত্রে স্টেম সেল থেরাপি সফলভাবে কাজে আসতে পারে।

কয়েকটি রক্তসংক্রান্ত অসুখে অন্যের দান করা রক্তের তুলনায় বা নিজের স্টেম সেল দিয়ে চিকিৎসা অনেক কার্যকরী।

এছাড়া মাথার টাকের সমস্যা প্রতিরোধে, কানের কক্লিয়ার হেয়ার সেল-এর গোলমালের জন্য বধিরতার প্রতিকারে এবং ক্ষতিগ্রস্ত চোখের কর্নিয়া ও রেটিনায় স্টেম সেলের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনতা দূরীকরণে স্টেম সেল গবেষণার উন্নতি খুবই উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানীরা আশাবাদী, স্টেম সেল থেরাপির মাধ্যমে টাইপ-১ ডায়াবেটিস, অঙ্গপ্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এবং কিছু জন্মগত মানসিক রোগ দূরীকরণও সম্ভব। এছাড়া কিছু হাড়ের চিকিৎসায়, ক্ষত নিরাময় এবং শুক্রাণুর স্বল্পতার চিকিৎসায় স্টেম সেল থেরাপি উপযোগী।

যদিও বর্তমানে যে পদ্ধতিতে এমব্রায়োনিক স্টেম সেল সংগ্রহ করা হয়, তা নিয়ে কিছু বির্তক থাকলেও বর্তমানে ভারতের অনেক জায়গাতেই স্টেম সেল থেরাপিকে সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য প্রয়াস শুরু হয়েছে। যেমন ব্যাঙ্গালুরুর সেন্টার পর স্টেম সেল রিসার্চ ও হায়দারাবাদের সেন্টার ফর স্টেম সেল সায়েন্স ইত্যাদি। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর রিজেনেরেটিভ ডিপার্টমেন্টে এই নিয়ে বিশ্বমানের গবেষণা ও সঙ্গে সঙ্গে রোগীর চিকিৎসাও শুরু হয়েছে।

এই বছর ২০ ফেব্রুয়ারি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এখানে একটি কর্ড ব্লাড ব্যাংক-এর উদ্বোধন করেছেন। যেখানে প্লাসেন্টা জাত ভ্রূণ পদার্থ ও নাভিনালির রক্ত এবং তা থেকে প্রাপ্ত স্টেম সেল বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষণ করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষের কাছে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা আরো সহজলভ্য হয়।

সম্ভাবনা অনেক। বাধাও আছে কিছু। তবে সব বাধা অতিক্রম করে আগামী দিনের চিকিৎসা ব্যবস্থার এক যুগান্তকারী সোপান হয়ে উঠবে স্টেম সেল থেরাপি---বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত। আমরাও সেইদিনের অপেক্ষায় থাকব।

নারী-পুরুষ একসঙ্গে কাজ করতে পারে, তাদের মস্তিষ্ক না

কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একে অন্যকে সহযোগিতা করতে আমরা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে থাকি। অনেক সময় মতের বিল হয় না। বিশেষত লিঙ্গ প্রশ্ন এলে। এর কারণ উঠে এসেছে সম্প্রতি একটি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদাভাবে সক্রিয় থাকে। বিষয়টা এমন নয়- নারী বা পুরুষ একে অন্যকে সহযোগিতা করতে পারে না।

এই গবেষণার জ্যেষ্ঠ স্বত্তাধিকারী এবং স্ট্যাম্পফোর্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপকের মতে, বরং তাদের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য আছে।

অতীতের গবেষণায় নারী পুরুষের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া না গেলেও, নতুন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যখন নারী এবং পুরুষ একসঙ্গে সমস্যা সমাধান করতে যান তাদে রকৌশলগত কিছু পার্থক্য থাকে। একজন পুরুষ সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করে, কোনো বিষয় সম্পর্কে দৃশ্যকল্পনা তৈরি করে। অন্যদিকে নারীরা সমস্যার একটি বৈশিষ্ট্য ধরে ধরে সমাধান করে এবং তুলনা করে। নারীরা সূত্রের ব্যবহারও বেশি করে থাকে। একজন পুরুষ কৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রে গাণিতিক নমুনা নির্ধারণ কর ভেন চিত্র তৈরি করে। রেইস এবং তার সহকর্মীরা মোট ২২ জনকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করেন নারী এবং পুরুষের চিন্তর পার্থক্য খুঁজে বের করতে। তারা বলেন, 'নারী এবং পুরুষের চিন্তায় যে পার্থক্য এটা দেখে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। নানা দিক থেকে বিষয়টি খুব স্বাভাবিক'। দলবদ্ধ হয় কাজ করার ক্ষেত্রে এই গবেষণা খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। বিশেষত, বিশেষ শিশুরা যাদের সামাজিক আচরণগত সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য আরও বড় আকারে এই গবেষণা চালানো হলে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও নতুন দ্বার উন্মুক্ত হবে।

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে যেসব শিশুরা জন্ম নে, তারা হতাশ, উদ্বিগ্নতাসহ নানা অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করতে পারে না। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। আরও গভীরভাবে গবেষণা করা হলে, তাদের সঙ্গে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা যাবে, যোগ করেন রেইস।

সামনেই দীপাবলি উৎসব। তাই এভাবেই সেজে উঠছে রাজ্যের প্রতিটি কালী মন্দির। ছবি- নিজস্ব।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ফাইল ধুলোর তলায় মনমোহন সিংয়ের টেবিলে পড়ে থাকত, প্রধানমন্ত্রী হয়ে সেই ফাইল খুলেছিলেন মোদী : আর কে সিনহা

পাটনা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের মতো বিশাল দেশের অগ্রগতি ও বিকাশের ধারা এগিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি বিহারের জনগণের কাছে তা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচারও তীব্র হয়েছে। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা ২ অক্টোবর বিহারের বেটিয়া থেকে যে পদযাত্রা শুরু করেছিলেন বর্তমানে তা গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছে।

রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহার যাত্রা বেটিয়া হয়ে রবিবার বেশ কয়েকটি জেলা পেরিয়ে শেখপুরা পৌঁছয়। সাংসদ সিনহাকে এখানে অনেক জায়গায় উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সময় উপচে পড়া ভিড়ের জেরে পরিস্থিতি এমন তৈরি হয়েছিল যে তাদের সুরক্ষায় নিয়োজিত পুলিশ কর্মীদের অনেক সময় ভিড়কে সংগঠিত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। শেখপুরা জেলায় রবিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বারা বাপুর স্বপ্ন পূরণের বার্তাটি দিয়ে, যখন রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহা স্থানীয় প্রাঙ্গণে পৌঁছোন সেই সময় একদল সাংবাদিকও তাঁর কাছে আসেন এবং সোমবারও সেই ধারা অব্যাহত থাকে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলার সময় রবীন্দ্র কিশোর সিনহা জানিয়েছেন, মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্ন তাঁর তথাকথিত অনুগামীরা শেষ করে দিয়েছিল। তাঁর একটি সিদ্ধান্ত না মেনে উল্টো পথে চলে বাপুর স্বপ্নকে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। ১৯৩৫ সালে গান্ধীজী দেশীয় গরুর গুরুত্ব বুঝতে পেরে বিষয়টি উত্থাপন করে সংরক্ষণের দাবিতে ইন্দোরে গিয়েছিলেন এবং পরে দেশীয় গরুকে গরু মা হিসাবে বিবেচনা করতে বলেছিলেন। গান্ধীজিও গরু মাতার গুরুত্ব বলেছিলেন। তা সত্ত্বেও, গরু মাতা হিসাবে দেশীয় গরু পালনের দিকে অগ্রসর হয়নি এবং ফলস্বরূপ, দেশে নীলগাই এবং পিগের ক্রস হওয়ার পরে বিকশিত গরুর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং দেশীয় গরুর সংখ্যা হ্রাস পায়।

রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন যে এই জাতীয় ভিন দেশি গরুর দুধে বিটমোরফিনের পরিমাণ পাওয়া গেছে এবং একরকমভাবে এই দুধ স্বাস্থ্যের জন্য বিষের সমান। জাতীয় গরুর দুধের গুঁড়া দুধের খাওয়া পূরণ করছে এবং বিটামোরফাইন সরাসরি মানুষের শরীরে পৌঁছে যাচ্ছে। ভারতে প্রতিদিন যখন ১৪ কোটি লিটার দুধ উৎপাদত হলে, তখন প্রতিদিন কীভাবে ৫৪ কোটি লিটার দুধ বিক্রি হচ্ছে? বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা হু পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন ১৯৫৮ সালে প্রথমবারের মতো একটি জার্মান প্রতিবেদনে এ জাতীয় গাভীর দুধকে স্বাস্থ্যঝুঁকি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল, তখন জওহরলাল নেহেরু এই প্রতিবেদনটিকে এড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন যে দেশে দুধের ঘাটতি রয়েছে ফলে এটি কেবল চালাতে দেওয়া ভাল। এরপরে ২০০৭ সালে নিউজিল্যান্ডের একটি রিপোর্ট আসে। এই প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে বিটামোরফাইনযুক্ত দুধ সেবনের ফলে ডায়াবেটিস, রক্তচাপ, সমস্ত ধরণের হৃদরোগ, মানসিক অসুস্থতা, বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নেওয়ার মতো সমস্যাও হতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সতর্ক করেছেন যে ২০২৫ সালের মধ্যে বিটামোরফাইনযুক্ত দুধের ব্যবহার বন্ধ না করা হলে ভারতের জনসংখ্যার ৮৭ শতাংশ মানুষ ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হবেন। এই ইংরেজী প্রতিবেদনটি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তবে ফাইলটি ২০১৪ সাল পর্যন্ত মনমোহন সিংহের টেবিলে ধুলোর চলায় চলে গিয়েছিল এবং কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। ২০১৪ সালে, যখন নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তিনি এই ফাইলটি খুললেন এবং কর্নালে জাতীয় প্রাণী জেনেটিক রিসোর্স প্রতিষ্ঠা করলেন।

রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা আরও জানিয়েছেন, চারটি প্রজন্ম কেটে গিয়েছে কিন্তু কখনও সেই স্বপ্নগুলিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা হয়নি। গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থার স্বপ্ন কৌশল উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে পূরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্বচ্ছতার স্বপ্নও পূরণ করেছেন। শৌচালয় তৈরির ফলে রোগমুক্তিও হয়েছে।

আজ থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে মোবাইল ফোন পরিষেবা বহাল

শ্রীনগর, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : সোমবার দুপুর ১২ থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে পোস্টপেইড মোবাইল ফোন পরিষেবা চালু হবে। ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির পর উপত্যকা জুড়ে মোবাইল ও ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ ছিল। ল্যান্ডলাইন পরিষেবা চালু হলেও এতদিন পর্যন্ত বন্ধ ছিল মোবাইল পরিষেবা। অবশেষে আজ, সোমবার দুপুর থেকে পোস্টপেইড মোবাইল ফোন পরিষেবা চালু হতে চলেছে।

শনিবার এই প্রসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রোহিত কানসাল জানিয়েছেন, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে জম্মু ও কাশ্মীরের বাকি অংশে মোবাইল ফোন পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোমবার দুপুর ১২ থেকে সমস্ত পোস্টপেইড মোবাইল পরিষেবা বলবত করা হবে। কাশ্মীরের মধ্যে থাকা দশটি জেলা এই পরিষেবার আওতায় মধ্যে পড়ছে। পাশাপাশি তিনি এও জানিয়েছেন ল্যান্ডলাইন পরিষেবা সম্পূর্ণ ভাবে সচল।

কলকাতায় ইয়াবা ও মাদক সহ এসটিএফ-র জালে ৩

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স) : রবিবার রাতে অভিযান চালিয়ে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ট্রাস্ক ফোর্স(এসটিএফ) জালে ধরা পড়ে ৩ মাদক পথচারী। ওইদিন রাত ১২ টা ২০ নাগাদ, চিংড়ি ঘাটা ক্রসিংয়ের কাছে, চ্যানেল সাউথ রোড থেকে গ্রেফতার করা হয় তাদের। ধৃতদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক দ্রব্য সহ ৬ কেজি ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ধৃতদের নাম বাকি বিল্লা গাজী (৩৬), আকতারুল গাজী (২৪) ও মহঃ আলি আহমেদ (৩৩)।

লালবাজারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে রবিবার রাতে চিংড়িঘাটা এলাকা দিয়ে মাদক পাচার হতে চলেছে ঊ সেই মত রবিবার রাতে মধ্য চিংড়িঘাটা এলাকায় অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশের একটি দল ঊ রাত ১১ টা তে অভিযান শুরু করে তারা ঊ চ্যানেল সাউথ রোড এলাকায় থেকেই ৩ সন্দেহ জনক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ ঊ তাদের কথায় অসঙ্গতি মেলায় তল্লাশি চালিয় পুলিশ ঊ এদিন তল্লাশিতে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ মাদক দ্রব্য সহ ৬ কেজি করে প্রায় ৬০ হাজারটি ইয়াবা ট্যাবলেট। যার বাজার মূল্য ৫০ লক্ষ। এরপরেই ওই ৩ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে মহম্মদ আলি আহমেদ (৩৩) মণিপুরের বাসিন্দা। বাকি দুজন অভিযুক্ত বিল্লা গাজী (৩৬) বসিরহাট ও আকতারুল গাজী (২৪) স্বরূপ নগরের বাসিন্দা। ইতিমধ্যেই ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএসের ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সোমবার ধৃতদের আদালতে তোলা হবে।

খড় পোড়ানোর কারণে বায়ু দূষণে জেরবার দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) পার্শবর্তী রাজ্য পাঞ্জাব এবং হরিয়ানায় খড় পোড়ানোর ফলে দিল্লি-এনসিআরের বায়ু দূষণের বেড়ে গিয়েছে। যার কারণে শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে দিল্লিবাসীর। সোমবার রাজধানীর লোধি কলোনীতে বায়ু দূষণের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে।

সাফার (বায়ু গুণমান এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং গবেষণা সিস্টেম) এর মতে দিল্লিতে বায়ু গুণ সূচক পিএম ২.৫ স্তর গিয়েছে দাঁড়িয়েছে ২২৩ এবং পিএম ১০ স্তর হয়েছে ২১৭। দুইটো স্তরই বিপদজনক পর্যায় গিয়ে পৌঁছিয়েছে। পুরো দিল্লির কথা বললে, পিএম ২.৫ স্তর ১১৪ এবং পিএম ১০ স্তর ২০৮ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পিএম ২.৫ বিপদজনক বিভাগ হিসাবে বিবেচিত করা হয় এবং পিএম ১০ মাঝারি বিভাগ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বায়ু দূষণ বেড়ে যাওয়ার ফলে বেহাল দশা পাঞ্জাব ও হরিয়ানায়, গত সপ্তাহ থেকে খড় পোড়ানোর যাওয়ার কারণে গত চার দিন ধরে রাজধানীতে বাতাসের গুণমান অবনতি ঘটছে।

রবিবার সন্ধ্যা ছয়টায়, দিল্লি বায়ুতে পিএম ১০ কণার মাত্রা ছিল ২৫৮ এবং পিএম ২.৫ ছিল ১২৬।

কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত সংস্থা সাফার (বায়ু গুণমান এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও গবেষণা সিস্টেম) দিল্লি-এনসিআর-তে খড় পোড়ানোর কারণে দিল্লিতে দূষণের মাত্রা ছয় শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। দূষণের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার থেকে দিল্লিতে গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান (গ্রাপ) প্রয়োগ করা হচ্ছে। এর আওতায় দিল্লি ও এনসিআর-তে ডিজেল জেনারেটর চালানোর উপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে।

তবে জরুরি পরিষেবাগুলিতে চালিত ডিজেল জেনারেটরগুলিকে এর থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। দিল্লির বর্তমান বায়ু দূষণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল শনিবার বলেছিলেন যে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে খড় পুড়ে ছড়িয়ে পড়া ধোঁয়া দিল্লিতে পৌঁছতে শুরু করেছে। এ কারণে রাজধানীতে বাতাসের গুণগতমান খারাপ হতে শুরু করেছে।রবিবার কানাট প্লেসের সেন্ট্রাল পার্কে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) দিল্লি প্রদেশের সভাপতি মনোজ তিওয়ারি কেজরিওয়াল সরকারকে দিল্লির ক্রমবর্ধমান দূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা বলে অভিহিত করেছেন। মানুষের মধ্যে দূষণ বিরোধী মুখোশ বিতরণ করেন তিনি। তিওয়ারি বলেছিলেন যে কেজরিওয়াল সরকার দূষণ রোধে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

অফিস খুলছে, টালা ব্রিজ নিয়ে শঙ্কিত পুলিশ

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : টালা ব্রিজে বাস চলাচল বন্ধ হওয়ার পর যান-নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতির ওপর আজ বিশেষ নজর রাখবে পুলিশ। পুজোর ছুটির পর সরকারি সব দফতর বুধবার খুললেও বেসরকারি অফিস-কাছারি আজ, সোমবার খুলছে। টালা ব্রিজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে কী অবস্থা হবে, সেটি বুঝে নিতে চায় পুলিশ। টালা ব্রিজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে বি টি রোড দিয়ে নিত্য যাতায়াত করা হাজার হাজার যাত্রীর একটা বড় অংশের চাপ যে শিয়ালদহ মেন লাইনের ট্রেনগুলির উপর এসে পড়বে। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, এসব ভেবে এখন থেকেই আমরা পরিবর্ত সব রকম ব্যবস্থা কার্যকরী করতে চাইছি।

রীতিমতো উদ্বেগ আর আতঙ্ক বাড়ছে উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়ার শহরতলি এলাকার বহু নিত্যযাত্রীর। সরকারি, বেসরকারি অফিস-কাছারি সব খুলে গেলে ট্রেনে কি আর আদৌ ওঠা সম্ভব হবে? কী অবস্থা দাঁড়াবে বুধবার থেকে? পরিবহণ দফতর সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে বি টি রোড দিয়ে চলা ন'টি রুটের প্রায় ৩৫০ বাস বসে গিয়েছে। কোনও কোনও বাস পরিবর্তিত রাস্তা দিয়ে ঘোষিত গন্তব্য পর্যন্ত যাচ্ছেই না। উৎসবের মরশুম শেষ হয়ে আফিসকাছারি পুরোদমে চালু হলে পরিস্থিতি যে খুব ঘোরালো হবে, তা বলা বাহুল্য। শিয়ালদহের এই শাখায় অফিস টাইমে এমনিতেই অমানুষিক ভিড় হয়। সকাল আটটা-সাড়ে আটটা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে বারাকপুর থেকে বেলঘরিয়া পর্যন্ত ছ'টি স্টেশনে শিয়ালদহগামী ট্রেনে ওঠা বেশ কষ্টকর ব্যাপার। পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে ভিড়ের ঠেলায় পরপর তিন-চারটি ট্রেন ছেড়ে দিতে হয় অনেককে। তার পরও দুর্ঘটনা ঘটে যায় মাঝেমধ্যে। আচমকা অভিশাপ নেমে আসে কোনও পরিবারে। এই পরিস্থিতিতে বি টি রোড দিয়ে যাতায়াত করা মানুষের একটা বড় অংশ বাধ্য হয়েই ট্রেন ধরে কলকাতার দিকে আসবেন বলে মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা ভেবে আতঙ্কিত বি টি রোড এবং রেললাইনের দু'পারের হাজার হাজার মানুষ।

বরানগর থেকে শুরু করে বেলঘরিয়া, রথতলা, ডানলপ, কামারহাটি, পানিহাটি, আগরপাড়া, খড়দহ, টিটাগড় এবং বারাকপুরের বহু মানুষ কলকাতায় আসতে গেলে বি টি রোডে বাস ধরতেন। অবস্থানগত ভাবে বি টি রোড এবং ট্রেনের এই লাইনটি প্রায় সমান্তরাল। অর্থাৎ কেউ হয়তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুটা হাঁটলে বি টি রোড পেয়ে যান, কেউ সেখান থেকে অটো বা টোটো ধরলে মিনিট দশেকের মধ্যে রেল স্টেশনও পৌঁছে যেতে পারবেন। দু'টো সুযোগই খোলা থাকত মানুষের জন্য। যে যাঁর সুবিধেমতো তা ব্যবহার করতেন। টালা ব্রিজে বাস চলাচল বন্ধ হওয়ার পর যে পরিবর্তিত রুট দেওয়া হয়েছে, তাতে একদিকে যেমন সময় বেশি লাগছে, তেমনই ইতিমধ্যে বসে গিয়েছে অনেক বাস। এ সবই আজ থেকে খতিয়ে দেখবে ট্রাফিক পুলিশ।

পুলিশ হেফাজতে ব্যক্তির মৃত্যু ফাঁড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল স্থানীয়রা

মালদহ, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : পুলিশ ফাঁড়ির মধ্যে এক ব্যক্তির মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল মালদহের ইংরেজবাজার থানা এলাকায়। রবিবার রাতে উত্তেজিত জনতা মিলকি পুলিশ ফাঁড়িতে ভাঙচুর চালায় এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। সোমবার সকালেও পরিস্থিতি থমথমে। এলাকায় চলছে পুলিশি টহল।

ওদিন রাতে ইংরেজবাজারের নিয়ামতপুরে একটি জুয়ার ঠেকে অভিযান চালায় মিলকি ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা। সেখান থেকে আইনুল খান নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে ফাঁড়িতে নিয়ে আসে পুলিশ। ফাঁড়ির মধ্যেই মৃত্যু হয় বছর পঞ্চাশের আইনুলের। পুলিশের তরফে জানানো হয় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েও মৃত্যু হয় তাঁর। অন্যদিকে স্থানীয়দের দাবি থানার লকআপে পিটিয়ে মারা হয়েছে হয়েছে আইনুলকে। প্রতিবাদে ফাঁড়ির ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর চালায় স্থানীয় বাসিন্দারা। এমনকি আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয়দের দাবি আসল অভিযুক্তদের না ধরে পুলিশ তাঁকেই ধরে। জিপে তোলার আগে মাটিতে ফেলে একপ্রস্ত মারা হয় আইনুলকে। অভিযোগ, এর পরে মিলকি পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে গিয়ে ফের মারধর শুরু হয় আইনুলকে। তাতেই মৃত্যু হয় ওই প্রৌঢ়ের। স্থানীয় ফুলবাড়ি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শেখ বাবলুর অভিযোগ, হেফাজতে থাকা ওই ব্যক্তির মৃত্যু হতেই তাঁর দেহ ফাঁড়ি লাগোয়া মিলকি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ফেলে রেখে পালিয়ে যান কর্তব্যরত পুলিশকর্মী এবং সিভিক ভলেন্টিয়াররা।

এরপর উত্তেজিত জনতা ফাঁড়ির ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর চালায় এবং আগুন লাগিয়ে দেয়। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মৃতের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। জনতার সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে আহত হয়েছেন কয়েক জন পুলিশকর্মী।

ফের মেট্রোয় আত্মহত্যা, ভোগান্তি যাত্রীদের

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : সপ্তাহের শুরুতেই ভোগান্তির শিকার হল মেট্রো যাত্রীরা ঊ সোমবার সকালে অফিস টাইমে গীতাঞ্জলি স্টেশনে মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন এক যাত্রী ঊ ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের কারণে বেশ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় মেট্রো পরিষেবা ঊ অন্যদিকে অফিস টাইমে দীর্ঘক্ষণ পরিষেবা বন্ধ থাকায় ভিড় বেড়ে যায় মেট্রো স্টেশনগুলোতে, যার ফলে ভোগান্তির শিকার হয় যাত্রীরা। মেট্রো সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটে সাড়ে ৯ টা নাগাদ ঊ জানা গিয়েছে, গীতাঞ্জলি স্টেশন থেকে দমদমগামী একটি মেট্রো ছাড়ার সময় আচমকা লাইনে ঝাঁপ দেন এক যাত্রী। সেই সময় আপৎকালীন ব্রেক কষে মেট্রো থামিয়ে দেন চালক। লাইনের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় ঊ ওই সময় বন্ধ করে দেওয়া হয় কবি সুভাষ থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশন পর্যন্ত ট্রেন চলাচল। যদিও নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষে মেট্রো পরিষেবা বহাল ছিল।

শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও মৃত যুবকের পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এদিন ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের পরেই স্বাভাবিক হয়ে যায় মেট্রো পরিষেবা ।

হাসপাতালের চতুর্থ তলা থেকে মরণ ঝাঁপ রোগীর

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর (হি.স) : শিলিগুড়ির কাওয়াখালীর একটি বেসরকারী হাসপাতালের চতুর্থ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু হয় এক রোগীর। ঘটনাটি সোমবার সকালে ঘটেছে। নিহতের নাম রামানাথ করাতী (৪০)। জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে স্ট্রোকের কারণে রমনাথ করাতিকে কাওয়াখালীর ওই বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এদিন সকালে রমনাথ আচমকাই হাসপাতালের চতুর্থ তলা থেকে লাফিয়ে পড়েন । এই ঘটনার কথা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর বাড়ির লোককে জানালে, হাসপাতালের নিরাপত্তার গাফিলতির দিকেই অভিযোগ তোলে তারা।

নিহত ব্যক্তির পুত্র জানান, হাসপাতালে ভর্তির পর থেকেই তার বাবা কিছুটা অস্বাভাবিক আচরণ করেছিলেন। সেই কারণেই তাঁর সঙ্গে সর্বক্ষণের আয়া রাখা হয়েছিল ঊ কিন্তু আয়া রাখা সত্ত্বেও কিভাবে এই ঘটনা ঘটে , এদিন সেই প্রশ্নই তোলে মৃতের পরিবার। অন্যদিকে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে স্থানীয় লোকজন হাসপাতালের বাইরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি সামলাতে হাসপাতালের বাইরে মোতায়েন হয় মাটিগাদা থানার পুলিশ বাহিনী। পরে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

হাওড়া থেকে গ্রেফতার ৪ দুষ্কৃতী

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স) : হাওড়া জেলায় ডাকাতির অভিপ্রায়ে জড়ো হওয়া ৪ দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে, অভিযান চালিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেন থানা এলাকার, শালিমার ফরশোর রোডে অবস্থিত ভারতী শিপইয়ার্ড লিমিটেডের সামনে থেকে ওই ৪ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ সোমবার এমনটাই জানান, হাওড়া পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা।

পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়, গোপন সূত্রে তাদের কাছে খবর আসে শালিমার ফরশোর রোডে ডাকাতির অভিপ্রায়ে জড়ো হয়েছে কয়েকজন ব্যক্তি ঊ সেই মত ওই এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ ঊ ঘিরে ফেলা হয় গোটা এলকা ঊ তারপরে ওই চারজনকে আটক করে পুলিশ ঊ ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশি কট্টা, ধারালো অস্ত্র, এক রাউন্ড বুলেট ও লোহার রড ঊ উদ্ধার হওয়া অস্ত্র বায়েয়াপ্ত করে ধৃতদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

ধৃতদের নাম, মোহাম্মদ নওশাদ ওরফে ভাদি (১৯), মোহাম্মদ সরফরাজ ওরফে বাদক (১৯), মোহাম্মদ সাব্বান ওরফে এদু (১৯)ও শেখ সুরজ (২২) ঊ এদের মধ্যে শেখ সুরজ দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থানার বাসিন্দা। ইতিমধ্যেই ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ঊ গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ।

বাসন্তীতে কুপিয়ে খুন মহিলাকে

বাসন্তী, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : মাঝবয়সী এক মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার অন্তর্গত জ্যোতিষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধারানীপুর গ্রামে। নিহতের নাম সুলতা পয়রা(৫২)। এই ঘটনায় সুদর্শন মণ্ডল ওরফে হারুকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

রবিবার রাত আটটা নাগাদ এলাকার মানুষজন জানতে পারেন সুদর্শনের দ্বিতীয় স্ত্রী খুন হয়েছে। তারা ছুটে গিয়ে দেখেন ঘরের মধ্যে গলাকাটা অবস্থায় পড়ে আছেন ওই মহিলা। শরীরের একাধিক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের কোপের চিহ্নও রয়েছে। পারিবারিক বিবাদের জেরে এই ঘটনা বলেই প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ও ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় সুলতার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে সুদর্শনের। বছর খানেক ধরে তাদের মধ্যে এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুলতার স্বামী কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে থাকেন। মৈপীঠ কোষ্টাল থানা এলাকার বাসিন্দা হলেও মাঝে মধ্যেই সুদর্শনের বাড়িতে দিন কয়েকের জন্য চলে আসতেন ওই মহিলা। যদিও তার মেয়েদের দাবি মায়ের কোন বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল না। টাকা পয়সার জন্যই তাদের মাকে খুন করা হয়েছে বলে দাবি তুলেছেন তারা। তবে ঠিক কি কারণে খুন করা হয়েছে ওই মহিলাকে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্যের সাংগঠনিক কমিটি ভেঙে দিল তৃণমূল

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্যের সাংগঠনিক কমিটি ভেঙে দিল তৃণমূল। আপাতত রদ বলে ঘোষণা করল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার এক লিখিত বিবৃতি মারফত এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে তারা।

উত্তর-পূর্ব ভারতে, বিশেষত অসমে দলের সংগঠন পোক্ত করতে অনেক দিন ধরেই চেষ্টা চালিয়েছে তৃণমূল। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে সংগঠন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। দলনেত্রীর নির্দেশে কখনও মালা রায় (এখন সাংসদ), কখনও কাকলি ঘোষদস্তিদার সপারিষদ ঘাঁটি গেঁড়েছেন সেখানে। এক সময় অসম, অরুণাচল, ত্রিপুরা ও মনিপুরে বেশ কিছু বিধায়ক পেয়েছিল বাংলার শাসক দল। কিন্তু এর পর একেবারেই সুবিধা করতে পারেনি। তৃণমূল তো বটেই, বাম এবং কংগ্রেসও উত্তর-পূর্ব ভারতে বিজেপি-র হাওয়ায় নড়ে গিয়েছে। গত কয়েক বছরে বিজেপির আগ্রাসনে বিভিন্ন দলের সংগঠন অনেকটাই ভেঙে গিয়েছে।

তৃণমূল সূত্রের খবর, এই অবস্থায় আরও ভেবেচিন্তে পরিস্থিতি বুঝে উত্তর-পূর্বে দলের সংগঠন করার পরিকল্পনা হবে। দলের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ২০২০ সালের প্রথম দিকে নতুন কমিটি ঘোষিত হবে। কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে।

সদ্যসমাপ্ত লোকসভা ভোটে বাংলায় তৃণমূল যেমন ধাক্কা খেয়েছে। তেমনি পারিপার্শ্বিক রাজ্যগুলিতে প্রার্থীদের জামানত খুইয়েছে তারা। তাই সংগঠন নতুন করে ঢেলে সাজানোর ভাবনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। ত্রিপুরার শেষ বিধানসভা নির্বাচনে এক শতাংশেরও নিচে ভোট পেয়েছিল তৃণমূল। এরপর থেকেই উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে তৃণমূলের গতিবিধি কমেছে। তাছাড়া ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে মনোনিবেশ করতে চায় তৃণমূল নেতৃত্ব।

রাজনৈতিক মহলের মতে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা ধরে রাখতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল। ঘটনাচক্রে, তৃণমূলের পক্ষে এক সময় এই রাজ্যগুলির পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন মুকুল রায় ও সব্যসাচী দত্ত। তারা বিজেপিতে চলে যাওয়ার পর ওই রাজ্যগুলিতে সংগঠন ক্রমেই দুর্বল হয়েছে তৃণমূল। সেই কারণেও এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সোমবার রাজধানীতে সিপিআইএম এক বিক্ষোভ র‍্যালীর আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

জিয়াগঞ্জে খুনের সি আইডি প্রতিনিধি রামপুরহাটে

রামপুরহাট, ১৪ অক্টোবর (হি.স) : সোমবার দিনভর নিহত শিক্ষকের শ্বশুর বাড়ির সদস্য এবং তার বাবাকে জেরা করে সিআইডির প্রতিনিধি দল। সোমবার সকালে নিহত শিক্ষকের স্ত্রী বিউটি মণ্ডলের বাড়িতে আসে সিআইডির চার সদস্যের প্রতিনিধি দল। নেতৃত্ব দেন বি এন ঘোষ নামে এক পদস্থ অফিসার। তাঁরা প্রথমে সিউড়া গ্রামে গিয়ে বিউটির দাদু বাদল মণ্ডল, মা চন্দনা মণ্ডল, ভাই টুবাই মণ্ডল এবং মাসতুতো ভাই অভিজিৎ মণ্ডলদের সঙ্গে কথা বলেন। তদন্তকারী অফিসাররা বিউটির সঙ্গে সৌভিকের সম্পর্ক এবং মেলামেশা কোন পর্যায়ের তা জানতে চান। কতদিন ধরে সৌভিকের সঙ্গে তার পরিচয় সে সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হয়। যদিও টুবাই তদন্তকারী অফিসারদের জানিয়ে দেন মেলামেশার বিষয়টি তাদের জানা নেই। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে অফিসারদের জানানো হয়েছে, বিশ্বকর্মা পুজোর আগে বিউটি ও বন্ধু প্রকাশ এসে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে যায়। সেই টাকা জঙ্গিপুরের বাড়ি থেকে মিলেছে এবং প্রায় ১৩ ভরি সোনার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। সন্ধ্যের দিকে তদন্তকারী অফিসাররা রামপুরহাট শ্রীফলা রোডে শিক্ষকের বাবা অমর পালের বাড়িতে যান। তাকেও দীর্ঘক্ষণ জেরা করেন। এরপর তদন্তকারী অফিসাররা যান অমর পালের বাড়ির সামনে তৃণমূলের রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লক সভাপতি আনারুল হোসেনের বাড়িতে। একঘন্টা তাকেও অমর পালের পরিবারের সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানতে চান। আনারুল হোসেন বলেন, "অমর পাল প্রতিবেশী হওয়ায় তার সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে চাইছিলেন অফিসাররা"।

উল্লেখ্য, শুক্রবার বিকেলে সৌভিকের খোঁজে রামপুরহাটে আসে লালবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বরুণ বৈদ্য। তাঁরা সৌভিকের বাড়িতে গিয়ে তার ঘর থেকে বেশ কিছু কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে। সেই সঙ্গে সৌভিককে না পেয়ে তার বাবা অমিতাভ বণিককে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। এরপরেই বাবাকে নিয়ে সৌভিকের সিউড়ি অরবিন্দ পল্লির বাড়ি বাড়িতে পৌঁছায় মুর্শিদাবাদ পুলিশ। সেই খবর আগাম পেয়ে ভাড়া বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে পালিয়ে যায় সে। সেখান থেকে সোজা রামপুরহাটে চলে আসে। এদিকে পুলিশ সৌভিককে না পেয়ে পুলিশ তার বাবাকে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যায়। সেই সঙ্গে পরিবারকে জানিয়ে যায় ছেলেকে হাজির করালে বাবাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সেই শর্তে পরিবারের সদস্যরা তাকে ভোরের দিকে জিয়াগঞ্জ থানায় পৌঁছে দেয়। কিন্তু সৌভিককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার পরও তার বাবাকে ছাড়া হয়নি। মাঝে মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেও পুলিশ সেই কথা রাখেনি বলে অভিযোগ। এদিকে সৌভিককে ধরিয়ে দিলে তার বাবাকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পুলিশ কথা রাখেনি বলে অভিযোগ উঠেতে শুরু করেছে। এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সৌভিকের নিকট আত্মীয় এবং আইনি পরামর্শদাতারা।

হ্যাপি দেববর্মা মৃত্যুর মামলায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সোচ্চার হল সব দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়াইবাড়ি, ১৪ অক্টোবর ।। কুমারঘাট হলিক্রস স্কুলের হোস্টেল ওয়ার্ডেন বুর্চু হালামের অত্যাচারে গত ৬ অক্টোবর মৃত্যু হয়েছিল ফটিকরায় বিধানসভার ডেমডুম এডিসি ভিলেজের হ্যাপি দেববর্মা নামের নবম শ্রেণির ছাত্রের। এই ঘটনাকে নিয়ে বর্তমানে কুমারঘাট সহ গোটা রাজ্যে প্রতিবাদের ঝড় বইছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আরাজনৈতিক সংগঠন এর প্রতিবাদে অপরাধীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছে। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপি দলকে এই বিষয়ে এখনো পর্যন্ত তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। সবার সাথে ময়দান ধরে রাখতে লোকদেখানো আন্দোলন যেন চালাচ্ছে তারাও।

রাজ্যে বর্তমানে তাদের সরকার রয়েছে পুলিশ প্রশাসন ও তাদের, কিন্তু তারপরও ঘটনায় এখনো পর্যন্ত আসামি গ্রেপ্তার হয়নি। এর পেছনে রহস্য খুজছেন অনেকেই। সোমবার মৃতের বাড়িতে গেলেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক সহ রাজ্য কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতৃত্বরা। কথা বলেন হ্যাপির পরিবারের লোকজনের সাথে। কংগ্রেস নেতৃত্বকে কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মৃত হ্যাপির মা রাজমালা দেববর্মা। এদিন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক অভিযোগ করলেন রাজ্যে এক অসহিষ্ণু পরিবেশ চলছে, একটি অমানবিক সরকার চলছে ত্রিপুরায়। বর্তমান সরকারের শাসনকালে এই ধরনের একটি ঘটনার আটদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এখনও পর্যন্ত আসামি গ্রেপ্তার না হওয়ায় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ ব্যক্ত করলেন সুবল ভৌমিক।

বর্তমানে সরকারের আমলে রাজ্যে আইন - শৃঙ্খলা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে বলে অভিযোগ সুবলের। এই অবস্থায় অসহায় পরিবারটির পাশ থেকে সব ধরণের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন সুবল ভৌমিক। দলের পক্ষ থেকে এদিন অসহায় পরিবারটির হাতে ৫ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়। অসহায় এই পরিবারটির জন্য সরকার যাতে এককালীন দশলক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য করে তার জন্যও সরকারের কাছে দাবি জানালেন সুবল ভৌমিক।

পাশাপাশি এদিন গত ১৭ই সেপ্টেম্বর কুমারঘাট এর সুকান্তনগরে চোর অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে খুন করা যুবক কিষাণ দেবনাথের বাড়িও গেলেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা। পরিবার-পরিজনকে জানালেন সমবেদনা তুলে দিলেন ৫ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য। পাশাপাশি সরকারের কাছে দাবি জানালেন পরিবারকে এককালীন দশ লক্ষ টাকা সাহায্যের। এদিনের সফরে কংগ্রেস নেতৃত্বদের মধ্যে সুবল ভৌমিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ দাস, দেবাশিস সেন, এনএসইউআই রাজ্য সভাপতি রাকেশ দাস, মুজিবুর ইসলাম মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

বিজেপি থেকে দূরত্ব, সংকল্প যাত্রা-য় বাদ শোভন

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স)। বিজেপির 'গান্ধী সংকল্প যাত্রা'-য় বাদ পড়লেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে ওই কর্মসূচিতে ডাকা হল না। বরং তাঁর খাসতালুক দক্ষিণ কলকাতার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্তকে।

এ বছর ১৪ আগস্ট দিল্লিতে গিয়ে বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জে পি নাড্ডার হাত থেকে পদ্ম প্রতীকের গেরুয়া পতাকা হাতে তুলে নেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। নতুন দলে যোগ দেন তিনি। যদিও তারপর শোভনবাবুর অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। সভাপতি দিলীপ ঘোষের মুখ থেকে শুনতে হয়েছে অনেক "গঞ্জনা"। তা ছাড়াও নানাবিধ কারণে বেহালা পূর্বের বিধায়ক গোসা করে বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছেন। ১ অক্টোবর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অমিত শাহের সভাতেও আসেননি তিনি। দলের এক নেতার কথায়, অনুমান করা হচ্ছে সেই কারণেই 'গান্ধী সংকল্প যাত্রা'য় দল তাঁকে দায়িত্ব দেয়নি।

অন্যদিকে, চলতি মাসের ১ অক্টোবর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দেন সব্যসাচীবাবু। দলের কর্মসূচির তালিকাতেই দক্ষিণ কলকাতার দায়িত্ব দেওয়া হয় রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক সব্যসাচী দত্তকে।

পাকুরের এসপি অমরজিৎ বলিহার হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল দুমকা পুলিশ

দুমকা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): পাকুরের এসপি অমরজিৎ বলিহার হত্যাকাণ্ডের মামলাসহ আরও চারটি মামলায় মহারাষ্ট্রের পুনে পুলিশের সহযোগিতায় দুমকা পুলিশ মূল অভিযুক্ত মাওবাদী আকাশ মুর্মু ওরফে আকাশ হাঁসদা ওরফে সাহেব রাম হাঁসদাকে গ্রেফতার করেছে। এই হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তকে ধরে দেওয়ার ক্ষেত্রে এক লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছিল।

সোমবার, এসপি ওয়াইএস রমেশ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, "সাহেব রাম হাঁসদা নামে পুনেতে একটি বেসরকারী সংস্থায় কাজ করতেন আকাশ। সেই তথ্য পেয়েই ডিএসপি শ্রীরাম সামন্দের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি দল তাঁকে গ্রেফতারের জন্য পুনে রওনা দেয়। রবিবার তাকে পুনে থেকে গ্রেফতার করে দুমকায় আনা হয়। এসপি ছাড়াও যে সকল পুলিশকর্মীরা এই গ্রেফতারে ভূমিকা রেখেছিল তাদেরকে সম্মান জানিয়েছে দুমকা পুলিশ"।

পুলিশ আধিকারিক জানান, "রামগড় থানার লক্ষণপুর গ্রামের বাসিন্দা ২০১৩ সালে আকাশ হাঁসদা কাঠিকুন্ডের কুলকণ্ঠে তার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন।সেই সময়ে, মাওবাদী স্কোয়াডে প্রথমের নকশাল করতে শুরু করে সে। আকাশ সিপিআই মাওবাদীদের স্কোয়াড সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করত"। এই পুলিশ আধিকারিক আরও জানান, "আকাশের বিরুদ্ধে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় বোমা বিস্ফোরণ, পাকুর এসপি অমরজিৎ বলিহারের হত্যার পাশাপাশি সাঁওতাল পরগনার বিভিন্ন থানায় অনেক মামলা রয়েছে"।

এমনকি এসপি রমেশ জানান, দুমকা জেলার কাঠিকুন্ড এসপি বলিহার হত্যা মামলায়, শিকারিপাড়া থানা এলাকায় লোকসভা নির্বাচনের সময় বিস্ফোরণ, রামগড় থানা এলাকায় টায়ার জ্বালানো ও পাকুর জেলার লিট্টিপাড়া কেলেঙ্কারী সব কিছুরই মূল অভিযুক্ত এই আকাশ হাঁসদা ওরফে সাহেব রাম হাঁসদা।

সুবাস থাপার

আটের পাতার পর

বাড়িতে আজ উনুন জ্বলেনি । শহিদ সুবাসকে দেখতে তারা সকাল থেকেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন । বলা চলে সুবাসের মৃত্যুর শোকে গোটা এলাকায় যেন আজ অরন্ধন দিবস পালন করছে । ঘড়ির কাঁটায় তখন পৌনে ন'টা । গাড়ি পৌঁছায় পানিঘাটা মোড়ে । সেখানে ভিড় ছিল আরও বেশি । অনেকেই দাঁড়িয়েছিল জাতীয় পতাকা হাতে । শববাহী গাড়ি পৌঁছাতেই 'ভারত মাতা কী জয়', 'বন্দেমাতরম' স্লোগান ওঠে এলাকায় । চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি অনেকেই । জল মুছতে মুছতে তারা বলে, 'সুবাস থাপা অমর রহে' । ভিড়ের মাঝে রাস্তা করে বাড়ি পৌঁছায় শহিদ সুবাসের দেহ । কান্নায় ভেঙে পড়ে বাড়ির লোকজন । তাদের সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে আসে এলাকার মানুষ । এরপর বাড়ি থেকে কফিনবন্দী দেহ নিয়ে যাওয়া হয় ব্যাংডুবিতে। সেখানেই পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হয় শেষকৃত্য।

করলেন দ্যুতি

সাতের পাতার পর

ইভেন্টে সোনা জিতে এদিন জাতীয় ওপেন অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ডাবল (১০০ মিটার ও ২০০ মিটার) জয় করলেন দ্যুতি। শুধু তাই নয়, জোড়া সোনা জয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা মহিলা অ্যাথলিটও নির্বাচিত হন দ্যুতি।

জার্মানির কোচ

সাতের পাতার পর

দ্বিতীয়ার্ধে উজ্জীবিত ফুটবল খেলে ৩-০ গোলে জয় পায় জার্মানি। জোড়া গোল করেন ইলকাই গিনদোয়ান, অন্যটি টিমো ভেরনারের।

ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে শিষ্যদের পারফরম্যান্সে নিজের সন্তুষ্টির কথা জানান লুভ।

"প্রথমত, ম্যাচটা আমরা ঠিকমতো শেষ করতে পারায় আমি খুশি। মাঠে কাজটা কঠিন ছিল। লাল কার্ডের পর আমাদের আবারও নিজেদের সংগঠিত করতে হলো। বিরতির পর দল দারুণ খেলেছে, আমরা কোনো গোল হজম করিনি এবং তিনটে গোল করেছি।"

"খেলোয়াড়দের চোট ও সবকিছু মিলে সপ্তাহটা সহজ ছিল না। আমরা নিজেদের শান্ত রেখে গোল করলাম। তাই আমরা সন্তুষ্ট।"

খেলোয়াড়ের মৃত্যু

আটের পাতার পর

ঘোষণা করে চিকিৎসকেরা। আহত তিনজনের চিকিৎসা চলছে। গাড়িতে মোট সাতজন ছিল। নিহতদের পরিচয় জানা গিয়েছে। নিহতরা হলেন শাহনওয়াজ খান (ইন্দোর), আদর্শ হারদুয়া (ইটারসি), আশিস লাল (জবলপুর), অনিকেত (গোয়ালিয়র)। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা প্রত্যেকেই মধ্যপ্রদেশ হকি অ্যাকাডেমির খেলোয়াড়।

পথ অবরোধ

আটের পাতার পর

রাস্তায় ডাস্ট দিয়েছে। সেই ডাস্ট দূষণ বাড়িয়েছে। রাস্তায় চলছে ওভার লোডেড গাড়ি। তাদেরকে টোল দেওয়া নিয়ে রাস্তায় আটকানো হচ্ছে। ব্যাপারে বিপ্লব ওঝা বলেন, কোন বে আইনি টোল আদায় চলছে না। যা হচ্ছে নিয়ম মেনেই। আমরা ডবল রাস্তার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছি। দুর্গা পুজার সময় বৃষ্টির কারণে রাস্তা খারাপ হয়। এলাকা বাসীর আবেদন যথাযথ। তাঁদের সাথে কথা হয়েছে।

বিএসএফ জওয়ান

আটের পাতার পর

পাথারকান্দির সার্কেল অফিসার যথাক্রমে বিএন মালসেম থিক ও এল খিনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্তের পর মৃতদেহ ইনকুয়েস্ট করে মরনা তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। এদিকে ব্যবহৃত রাইফেল পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে।

সেনা জওয়ানের আত্মঘাতী হওয়ার কারণ সম্পর্কে বাজারিছড়া থানার ওসি বিএন মালসেম থিক বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এর পেছনে পারিবারিক কলহ থাকতে পারে বলে প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন, ওসি। ইতিমধ্যে ঘটনা সম্পর্কে বিএসএফ-এর কমান্ডেন্ট এবং নিহতের বাড়িতে জানানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

খেলোয়াড়ের মৃত্যু

তিনের পাতার পর

একটি গাছে ধাক্কা মারে। এরপরে গাড়িটি উল্টে রাস্তার ধারে গিয়ে পড়ে। প্রাথমিক তদন্তের পর মনে করা হচ্ছে অতিরিক্ত দ্রুত গতিতে যাওয়ার জন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চারজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকেরা। আহত তিনজনের চিকিৎসা চলছে। গাড়িতে মোট সাতজন ছিল।

হরিয়ানার দ্বিতীয়বারের সরকার সাধারণ মানুষের উপকার করতে পারে : মোদী

ফরিদাবাদ, ১৪ অক্টোবর (হি.স) : সোমবার ফরিদাবাদের শহীদ রাজা নাহের সিংয়ের ভূমিতে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলের দুর্নীতি নিয়ে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি বলেন, হরিয়ানার উন্নতির জন্য বর্তমান সরকারকে ফের ক্ষমতায় থাকতে হবে। দ্বিতীয় ইনিংসে একদিকে দিল্লি সরকার যেমন দেশকে সুরক্ষিত করছে, তেমনি হরিয়ানাতে মনোহর সরকার ফের ক্ষমতায় এলে উন্নয়ন আরও বৃদ্ধি পাবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে হরিয়ানা বিজেপি ক্যাপ্টেনের প্রশংসা করে বলেন, মনোহরলালের ক্যাপ্টেন্সিতে বিরোধী দল আজ ভেঙে পড়েছে। তারা নির্বাচনে জিততে সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যখন হরিয়ানার সরকারের শক্তিশালী এবং সক্ষম অধিনায়ক রয়েছে, সেখানে উন্নয়ন অবশ্যই হবে বলেও তিনি জানান। বলেন, পাঁচ বছর হরিয়ানার উন্নয়নে এক সফলতা অর্জন করেছে। মোদী সাধারণ মানুষকে আহ্বান করে বলেন, আগামী একুশে অক্টোবর আপনাদের সুনিশ্চিত করতে হবে যে হরিয়ানাতে ফের এই সরকার তৈরি হবে, নাকি দুর্নীতিগ্রস্তদের জায়গা করে দেবেন। তিনি হরিয়ানার যুবক, কৃষক-শ্রমিক সহ সমস্ত শ্রেণির মানুষের কাছে হরিয়ানার উন্নয়নের বিকাশের ধারাকে বজায় রাখার জন্য ফের হরিয়ানায় মনোহরলাল সরকারকে ক্ষমতায় আনার জন্য আবেদন জানান।

'জার্সি' নিয়ে হাজির শাহিদ

কলকাতা,১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স):এক অসফল ক্রিকেটারের চরিত্রে এবার অভিনেতা শাহিদ কাপুরউদক্ষিণী ছবির হিন্দি রিমেক গৌতম তিন্নানাউরি পরিচালিত 'জার্সি' ছবিতেই অসফল ক্রিকেটারের জীবন কাহিনী তুলে ধরবেন অভিনেতা শাহিদই

ছবির গল্প এক অসফল ক্রিকেটারের এমন কিছু পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সেই ক্রিকেটারকে ৩৬ বছর বয়সে ক্রিকেটে ফিরতে বাধ্য করে। তারপর তার চড়াই-উতরাই ঘিরে এগোয় গল্প। দক্ষিণী ছবির নায়কের নাম ছিল অর্জুন। এই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নানি। এই চরিত্রেই অভিনয় করতে দেখা যাবে শাহিদ কাপুরকে। ২০২০ সালের ২৮ আগস্ট মুক্তি পাবে ছবিটি।

উল্লেখ্য,এর আগেও কাবির সিং ছবিটির যখন হিন্দি রিমেক হয়উইসেখানেও অসামান্য অভিনয় করে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন শাহিদ কাপুর উতাই এবার আরও এক দক্ষিণী ছবির হিন্দি রিমেকে দেখা যাবে তাঁকে।

অর্থনীতিতে

● **প্রথম পাতার পর**

অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন।

মিশেল ক্রেমারের বয়স ৫৫। তিনি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছেন। আর হার্ভার্ডেই অধ্যাপনার কাজ করেন। ৯ মিলিয়ন সুইডিশ অর্থের এই পুরস্কার সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে তিন গবেষকের মধ্যে।

এডিসির

● **প্রথম পাতার পর**

এমডিসিদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিশেষ এক বিল পেশ করা হবে। তাঁর দাবি, কাস্টোমারি 'ল' ও বেতন ভাতা বিল পেশ করার জন্যই বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

তবে, জাতীয় সড়কের ওপর অজগরটি কীভাবে এসেছে, সে বিষয়টি এখনও সবাইকে ভাবাচ্ছে।

বিধায়কের

● **প্রথম পাতার পর**

বিশ্বাস রাখেন না। তবে, বাস্তব বিষয়টি হল বর্তমান সরকার কীভাবে এই বিষয়টি দেখবে,' বলেন তিনি।

কুকুরের আক্রমণে গুরুতর শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ অক্টোবর ।। উদয়পুরের আর এমটিলা এলাকায় কুকুরের কামড়ে এক শিশু মরণাপন্ন। শিশুটির নাম জীবন বৈদ্য। শিশুটির বাবার নাম সুজিৎ বৈদ্য। পাশের বাড়ির পালিত কুকুর শিশুটিকে কামড়ে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। বিষয়টি নজরে আসতেই কোনক্রমে কুকুরকে তাড়িয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। খবর দেওয়া হয় শিশুটির মা বাবাকে।

শিশুটিকে প্রথমে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় সেখান থেকে আইজিএম হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। আইজিএম থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিশুটিকে জিবি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনায় সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

দিনভর

● **প্রথম পাতার পর**

আবেদনও আজ খারিজ করে দিয়েছে আদালত।

অন্যদিকে, ক্রাইম ব্রাঞ্চ সারা রাজ্যে বাদল চৌধুরীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছিল। আগরতলায় তাঁর নিজের বাড়ি, দুই বিধায়ক আবাসন, বিলোনিয়াতে তাঁর পৈতৃক বাড়ি, বিভিন্ন সিপিএম নেতার বাড়ি, এমনকি বিমানবন্দরেও তাঁকে পুলিশ খুঁজেছে। দুপুরে মেলারমাঠে সিপিএম পার্টি সদর দফতরেও তল্লাশি চালাতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে পুলিশ। সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ সিপিএম পার্টি অফিসে গিয়ে প্রতিরোধের মুখে পড়েন। প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রী মানিক দে পুলিশ আধিকারিক এবং ডিসিএমকে সার্চ ওয়ারেন্ট আনলে তবেই তল্লাশি করা যাবে বলে সাফ জানিয়ে দেন। মানিক দে'র কথায়, পার্টি অফিসে তল্লাশি করায় কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া তা সম্পূর্ণ বেআইনি। তা কোন ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

অন্যদিকে বাদল চৌধুরীর আইনজীবী পুরোষোত্তম রায়বর্মন জানিয়েছেন, আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানানো হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা দায়রা জজ আদালতের বিচারক চূড়ান্ত রায় ঘোষণার আগে বাদল চৌধুরীকে গ্রেফতার করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে, প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার সুনীল ভৌমিকও জামিনের আবেদন জানিয়েছেন আদালতে।

সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পেরে বিরোধী দলের প্রতি প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি শুরু করেছে শাসক দল বিজেপি ও ত্রিপুরা সরকার। তাঁর দাবি, রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করার জন্যই প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরী-সহ দুই প্রাক্তন আমলার বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। তিনি এই পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে রাজ্যবাসীকে প্রতিবাদে গর্জে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর সাফ কথা, আইনি এবং রাজনৈতিকভাবে সিপিএম এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে।

আজ আদালত প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছে। আগামী ১৬ অক্টোবর ওই মামলায় শুনানি হবে। ওইদিন পর্যন্ত তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না পুলিশ। তবে, ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ সুনীল ভৌমিকের জামিন মঞ্জুর হয়নি। তাঁকে এদিনের জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত। আগামীকাল পুনরায় তাঁকে আদালতে তুলবে পুলিশ।

এদিন বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে পুলিশী ব্যবস্থার প্রতিবাদে সিপিএম আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছে। ওই মিছিলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্বরা পা মিলিয়েছেন।

এদিন দিনভর পুলিশ এবং সিপিএম নেতৃত্বের কান্ডকারখানায় মনে হয়েছিল নাটক ভালই জমে উঠেছে। পুলিশ বাদল চৌধুরীর খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাসী শেষে পার্টি অফিসে গিয়ে অনেকটাই নিরূপায় হয়ে গিয়েছিল। প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী মানিক দে সার্চ ওয়ারেন্টের জন্য পুলিশকে নাজেহাল করে দিয়েছিলেন। আইনী নানা যুক্তি তর্ক তুলে ধরেও পুলিশ মানিক দে এবং সিপিএম নেতাদের বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পশ্চিম জেলার তিনজন এসডিপিও এবং একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এদিন সিপিএম নেতাদের কাছে রীতিমতো আত্মসমর্পণ করেছেন বলেই মনে হয়েছে। সিপিএম নেতাদের দৃঢ়তার কাছে এদিন পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। তবে, আইন বিশেষজ্ঞদের মতেও এই বিষয়টি নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। ফলে, সিপিএম নেতৃত্ব নাকি পুলিশ, এদিন আইনী পথে কারা ছিলেন সেই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে। কারণ, একাংশ আইনজীবী মহলের মতে তদন্তাধীন মামলায় পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজে সার্চ করতেই পারেন। অন্যদিকে, আইনজ্ঞরাই বলছেন সিআরপিসি ধারায় অন্তত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে সার্চ করা বৈধ নয়। এমনকি প্রয়োজনে ওই ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বিনামূল্যে সম্পত্তির মালিককে প্রদান করতে হবে। ফলে এদিনের ঘটনা রাজ্যের ইতিহাসে নজিরবিহীন বললে ভুল হবে না, এমনটাই দাবি তথ্যভিজ্ঞ মহলের।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

বিনা অস্ত্র ও গোলাবারুদ অবস্থায় থেকে শত্রুপক্ষের আক্রমণের শিকার হয়েছে। এমন অবস্থা মোদী কখনোই বরদাশ করেননি। তাই দেশের সেনাকে এবং দেশকে সুরক্ষিত করার জন্য সমুচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী হরিয়ানার আঞ্চলিক দলকে আক্রমণ এবং রাজ্যের মনোহর লাল খট্টার সরকারের প্রশংসা করে বলেন, বরিষ্ঠ অধিনায়ক এবং সংঘবদ্ধ দল থাকার ফলে আজ হরিয়ানা দুর্নীতি মুক্ত হতে পেরেছে। রাজ্য সরকারের দ্বিতীয় ইনিংসে সম্পূর্ণ করে হরিয়ানার উন্নয়ন আরও বিকশিত করার আর্জি জানান তিনি।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৫৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৩৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৯৭৭৪১৬৮৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৬৯, ৯৪৩৬১২১৮৮৮, মানব ফাউন্ডেশন : ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৫৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৫৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩১১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৫৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৩৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৬৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮০০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

াঙ্গন

বিসিসিআই সভাপতির পথে সৌরভ-শুভেচ্ছা মমতার

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স) : বিসিসিআই সভাপতি হতে চলেছেন সৌরভ গাঙ্গুলি ঊ সোমবার রাতে অথবা মঙ্গলবার সকালে ওই পদে আসীন হবেন তিনিঊ সোমবার এই উপলক্ষ্যে সৌরভ গাঙ্গুলিকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ঊ তাঁর সঙ্গেই এদিন 'মহারাজ'কে শুভেচ্ছা জানান খেলার জগতের একগুচ্ছ নক্ষত্ররা।

এদিন টুইটের মাধ্যমে সৌরভ গাঙ্গুলীকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী ঊ টুইটে তিনি লেখেন, "বিসিসিআই সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন। আপনার মেয়াদের জন্য আপনাকে শুভ কামনা। আপনি ভারত এবং বাংলাকে গর্বিত করেছে। সিএবি-এর সভাপতি থাকাকালীনও আপনি আমাদের গর্বিত করেছেন। একটি দুর্দান্ত নতুন ইনিংসের অপেক্ষায় রইলাম।"

মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও এদিন সৌরভ গাঙ্গুলিকে শুভেচ্ছা জানান প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঊ তাঁর কথায়, "বোর্ডে স্বচ্ছতা আনবেন সৌরভ। যোগ্য লোকদেরই পদে বসাবেন।" আরেক নির্বাচক অশোক মালহোত্রা বলেন, "যেভাবে দক্ষ হাতে সিএবি পরিচালনা করেছেন সৌরভ, আমাদের আশা বিসিসিআই—ও তিনিই একইভাবে সামলাবেন।"

প্রসঙ্গত, সৌরভ গাঙ্গুলিই প্রথম কোনও প্রাক্তন অধিনায়ক যিনি বোর্ড সভাপতি পদে আসীন হতে চলেছেন।

স্মিথের আরও কাছে কোহলি

পুনে টেস্টে ক্যারিয়ার সেরা ইনিংস খেলে টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে স্টিভেন স্মিথের সঙ্গে ব্যবধান অনেকটা কমিয়ে এনেছেন বিরাট কোহলি। চূড়ায় থাকা অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানের থেকে মাত্র ১ পয়েন্ট পিছিয়ে আছেন ভারত অধিনায়ক।

রোববার প্রকাশিত র্যাঙ্কিংয়ে কোহলির রেটিং পয়েন্ট ৯৩৬। নিষেধাজ্ঞা থেকে ফেরার পর দুর্দান্ত অ্যাশেজ সিরিজ কাটিয়ে কোহলিকে টপকে শীর্ষে ফেরেন স্মিথ। তার রেটিং পয়েন্ট ৯৩৭।

শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধারের সুযোগ অবশ্য দ্রুতই পাচ্ছেন কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তৃতীয় ও শেষ টেস্টে আগামী ১৯ অক্টোবর মাঠে নামবে ভারত। বিশাখাপত্নমে ভারতের ২০৩ রানে জেতা প্রথম টেস্টে দুই ইনিংসে কোহলি করেছিলেন ২০ ও অপরাজিত ৩১। এতে ২০১৮ এর জানুয়ারির পর প্রথমবারের মতো কোহলির রেটিং পয়েন্ট নেমে যায় ৯০০-এর নিচে। তবে পুনেতে সিরিজের পরের টেস্টেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে ইনিংস ব্যবধানে হারাতে ভারতের একমাত্র ইনিংসে তার ব্যাট থেকে আসে অপরাজিত ২৫৪ রান। পুনে টেস্টে করা সেঞ্চুরিতে নিজের সেরা র্যাঙ্কিং ছুঁয়েছেন ভারতীয় ওপেনার মায়াঙ্ক আগারওয়াল। ৮ ধাপ এগিয়ে তিনি উঠেছেন ১৭তম স্থানে। তিন ধাপ পিছিয়ে দশম স্থানে নেমে গেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কিপার-ব্যাটসম্যান কুইন্টন ডি কক।

ভারতের ইনিংস ও ১৩৭ রানের জয়ে বল হাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন দীর্ঘদিন পর টেস্ট দলে ফেরা পেসার উমেশ যাদব। দুই ইনিংস মিলে ৬ উইকেট নিয়ে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ছয় ধাপ এগিয়ে তিনি আছেন ২৫তম স্থানে। ম্যাচে ৬ উইকেট পাওয়া অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন তিন ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন সপ্তম স্থানে। তিন ধাপ পিছিয়ে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে অষ্টম স্থানে নেমে গেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার ভার্নন ফিল্যান্ডার।

বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছেন তামিম ইকবাল, ২৩তম। বোলারদের মধ্যে এক ধাপ এগিয়ে সাকিব আল হাসান উঠেছেন ২০তম স্থানে।

অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক জেসন হোল্ডার। পরের দুটি স্থানে যথাক্রমে আছেন ভারতের রবীন্দ্র জাদেজা ও বাংলাদেশের সাকিব।

আইসিসির সদস্যপদ ফিরে পেল জিম্বাবুয়ে

আপাতত কেটে গেল জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের অনিশ্চয়তা। নিষিদ্ধ হওয়ার তিন মাসের মাথায় আবারও আইসিসির সদস্যপদ ফিরে পেল তারা। সোমবার দুবাইতে অনুষ্ঠিত আইসিসির বোর্ডসভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় আগামী জানুয়ারিতে হতে যাওয়া অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপএবং পরবর্তীতে আইসিসি সুপার লিগে অংশগ্রহণে আর কোন বাধা থাকছে না আফ্রিকার দেশটির। জিম্বাবুয়ের পাশাপাশি শর্তসাপেক্ষে নিজেদের সদস্যপদফিরে পেয়েছে নেপালও।সোমবারের বোর্ড সভায় আইসিসি চেয়ারম্যান শশাঙ্ক মনোহর, প্রধান নির্বাহী মানু সাহনির পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ডেরচেয়ারম্যান তাভেঙ্গোয়া মুকুলানি, দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী ক্রিস্টি কভেন্টি এবং স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন কমিশনের চেয়ারম্যান জেরাল্ড এমলোতশোয়া। ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালনা ও প্রশাসনে সরকারের হস্তক্ষেপের অভিযোগে গত জুলাইয়ে স্থগিত করা হয়েছিল জিম্বাবুয়ের সদস্যপদ। স্থগিতাদেশের ফলে জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটে আইসিসির সব ধরনের অনুদান বন্ধ ছিল। জিম্বাবুয়েরকোনো দলের আইসিসি ইভেন্টে অংশ নেয়ার ব্যাপারেও ছিল নিষেধাজ্ঞা। বৈঠক শেষে এক বিবৃতিতে আইসিসি চেয়ারম্যান শশাঙ্ক মনোহর বলেন, "জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটকে আবারও পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী নিজের প্রতিশ্রুতি রাখায় তাকে ধন্যবাদ জানাই। জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটের জন্য কাজ করার ব্যাপারে তার সদিচ্ছা স্পষ্ট ছিল। আইসিসি বোর্ড যে শর্তগুলো দিয়েছিল, তিনি সেগুলো শর্তহীনভাবে পূরণ করেছেন।" আইসিসির চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, জিম্বাবুয়ের বোর্ডকে আপাতত অনুদান দেওয়া হবে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে।

জিম্বাবুয়ের পাশাপাশি এই সভায় নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি পেয়েছে নেপালও। তাদের নিষেধাজ্ঞা ছিল আরও লম্বা সময়ের। বোর্ড পরিচালনায় সরকারের হস্তক্ষেপ না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে না পারায় ২০১৬ সালে তাদের বহিস্কার করেছিল আইসিসি। এই মাসের শুরুতে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ নেপালের নির্বাচনের পরই আইসিসি সদস্যপদ ফিরে পাবার দ্বার উন্মুক্ত হয় নেপালের সামনে।

তবে এখনও কিছু শর্ত দেওয়া হয়েছে নেপালকে, যেগুলো পূরণ করতে হবে। জিম্বাবুয়ের মতো নেপালকেও দেওয়া হবে নিয়ন্ত্রিত অনুদান।

রিয়ালের নতুন দুশ্চিন্তা বেল-মদ্রিচের চোট

মৌসুমের প্রথম ক্লাসিকোর আগে দুশ্চিন্তা বাড়ল রিয়াল মাদ্রিদের। আন্তর্জাতিক বিরতিতে জাতীয় দলের হয়ে খেলার সময় চোটে পড়েছেন দলটির মিডফিল্ডার লুকা মদ্রিচ ও ফরোয়ার্ড গ্যারেথ বেল। ২০২০ ইউরো বাছাইয়ে গত রোববার ক্রেয়েশিয়া ও ওয়েলসের ১-১ ড্র ম্যাচের শেষ সময়ে ডান হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে দুজনের সহায়তায় মাঠ ছাড়েন মদ্রিচ। আর বাম পায়ের পেশির সমস্যায় ভুগলেও পুরো ম্যাচ খেলেন ওয়েলস ফরোয়ার্ড বেল।

সেপ্টেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতিতেও পেশির চোটে ১৬ দিন মাঠের বাইরে ছিলেন গত বছরের ফিফা বর্ষসেরা মদ্রিচ। তবে এবারের চোট অতটা গুরুতর নয় বলে জানিয়েছেন ক্রোয়েশিয়া মেডিকেল টিমের সদস্য নিকোলা ইয়েকার্ন।

"চিকিৎসকদের মতে, মদ্রিচ ঊরুর পেশিতে আঘাত পেয়েছেক্লাসিকো নিয়ে সমর্থকদের চিন্তিত হওয়াটা যৌক্তিক, তবে এটা অতটা গুরুতর মনে হচ্ছে না।" অস্বস্তি নিয়ে পুরো ম্যাচ খেলা বেলের গোলেই হার এড়ায় ওয়েলস। চোট কাটিয়ে এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেননি জার্মান মিডফিল্ডার টনি ক্রুস।

বিভিন্ন সময়ে দলের অনেক সদস্যরাও চোটে পড়ায় মৌসুমে এখনও পুরো শক্তির দল পাননি রিয়ালের কোচ জিনেদিন জিদান। আগামী ২৬ অক্টোবর হতে যাওয়া চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার বিপক্ষে ম্যাচের আগে তাই দুশ্চিন্তা বাড়ল জিদানের। এর আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গালাতাসারাইয়ের মুখোমুখি হবে প্রতিযোগিতাটিতে এখনও জয়ের স্বাদ না পাওয়া দলটি।

১০ জন নিয়ে জিততে পেরে উচ্ছ্বসিত জার্মানির কোচ

এস্তোনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ শুরুর খানিক পরেই লাল কার্ডের ধাক্কা। অধিকাংশ সময় প্রতিপক্ষের চেয়ে এক জন কম নিয়েও দারুণ এক জয় তুলে নেওয়ায় খেলোয়াড়দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন জার্মানির কোচ ইওয়াখিম লুভ। প্রতিপক্ষের মাঠে রোববার ইউরো বাছাইয়ে 'সি' গ্রুপের ম্যাচে চতুর্দশ মিনিটে ফ্রাঙ্ক লিভাককে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন এমরে কান। ১০ জন নিয়ে প্রথমার্ধে কিছুটা ভুগলেও

ছয়ের পাতায় দেখুন

আর্জেন্টিনার তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে রোমাঞ্চিত স্কালোনি

নিষেধাজ্ঞার কারণে নেই লিওনেল মেসি। আর গত কোপা আমেরিকার পর থেকে দলের বাইরে আনহেল দি মারিয়া ও সের্হিও আগুয়েরো। তারকা খেলোয়াড়দের অনুপস্থিতিতে জার্মানি ও একুয়েডরের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে সুযোগ পাওয়া তরুণদের পারফরম্যান্সে রোমাঞ্চিত আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। ভবিষ্যতে এই খেলোয়াড়দের নিয়ে আর্জেন্টিনা দুর্দান্ত এক দল হয়ে উঠবে বিশ্বাস তার।

স্পেনের মার্তিনেস ভালেরো স্টেডিয়ামে রোববার একুয়েডরকে ৬-১ গোলে উড়িয়ে দেয় আর্জেন্টিনা। একটি করে গোল করেন লুকাস আলারিও, লেয়ান্দ্রো পারেদেস, হের্মান পেস্সেইয়া, নিকোলাস দোমিনগেস ও লুকাস ওকামপোস। এর আগে গত বুধবার জার্মানির বিপক্ষে প্রথমার্ধে দুই গোলে পিছিয়ে থাকার পর ম্যাচ ২-২ ড্র করে দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

গত জুলাইয়ে কোপা আমেরিকার সেমি-ফাইনালে ব্রাজিলের কাছে হারের পর টানা পাঁচ ম্যাচ অপরাজিত থাকা দলকে নিয়ে আশাবাদী স্কালোনি।

"এটা একটা ইতিবাচক সফর ছিল। আমরা চাইছিলাম নতুন ছেলেরা যেন ম্যাচ খেলার সুযোগ পায় এবং দেখাতে পারে যে তারা এই পর্যায়ে খেলতে সক্ষম। আমাদের চাওয়া পূরণ হলো। জাতীয় দলের হয়ে খেলার তাৎপর্যটা তারা যেভাবে বুঝতে পেরেছে তাতে আমি রোমাঞ্চিত।"

"পাঁচ থেকে ছয় জন খেলোয়াড় আমাদের দলের মূল ভিত্তি। তাদের আর আগের মতো অত বেশি অবদান রাখার প্রয়োজন হয়নি কারণ তারা পরীক্ষিত এবং আমাদের জন্য অনেক করেছে। এরপর, আপনি জিততেও পারেন আবার হারতেও পারেন কারণ সেরা দল সবসময় জিতে না। কেউই অজেয় নয়। কিন্তু এই জাতীয় দলকে হারানো কঠিন হবে।"

নিজের রেকর্ড ভেঙে জোড়া জয়ে মরশুম শেষ করলেন দ্যুতি

রাঁচি, ১৪ অক্টোবর (হি.স) : নিজের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিনদু'য়েক আগে ১০০ মিটার ইভেন্টে সোনা জয়ের পথে সেট করেছিলেন নয়া জাতীয় রেকর্ড। ১০০ মিটার ইভেন্টে সোনা জয়ের পাশাপাশি রবিবার ২০০ মিটার ইভেন্টেও সোনার পদক গলায় ঝুলিয়ে বছর শেষ করলেন দ্যুতি চাঁদ। রাঁচিতে অনুষ্ঠিত ৫৯তম জাতীয় ওপেন অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে রবিবার ২০০ মিটার সোনা জয়ের পথে ভারতীয় হিসেবে মরশুমের সেরা সময়ে শেষ করলেন এশিয়াডের রুপোজয়ী। শুক্রবার ১০০ মিটারে জাতীয় রেকর্ড সেট করার পর রবিবার ২০০ মিটার ইভেন্টেও দ্যুতির সোনাজয় ঘিরে সমান প্রত্যাশা ছিল। ফাইনালে হতাশ করলেন না ওডিশার এই মহিলা স্প্রিন্টার। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অর্চনা সুসিন্দ্রানকে অনেকটা পিছনে ফেলে এদিন সোনা জিতে নেন দেশের দ্রুততমা। ২৩.১৮ সেকেন্ড সময়ে অতিক্রম করে ১০০ মিটারের পর ২০০ মিটারেও পোডিয়াম টপে ফিনিশ করেন তিনি। যা তাঁর কেরিয়ারের দ্বিতীয় সেরা টাইমিং। ২০১৮ এশিয়ান গেমসে ২৩.০০ সেকেন্ডে শেষ করে রুপো গলায় ঝুলিয়েছিলেন বছর তেইশের দ্যুতি। ২০০ মিটার

ছয়ের পাতায় দেখুন

No.F.16 (1)/BDO/JLB/STATIONARY/2014-15/ 1690 Dated,....09/10 /2019.

NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed Quotations on behalf of the Government of Tripura, is hereby invited from interested lawful owner of light motor vehicle (Maruti Eeco/Van) preferably white/silver Color having manufacturing year not earlier than the year of 2016 with valid Commercial registration for hiring by the Block Development officer,Jolaibari on rental basis initially for a period of 1(one) year, which may be extended further, if required.

The Quotationers/Bidders should submit earnest money of Rs.5000/-(Rupees five thousand) only along with the said quotation. The Amount to be submitted in the shape of D-Call/Draft in favour of the undersigned drawn on any Nationalized bank/Garmin Bank. /cooperative bank etc. The said earnest money will be converted to security money for successfull bidder who would be offered the work .For others, the earnest money would be refunded.

The tender box will be kept open for dropping of Quotation by the intending Quotationers in the Chamber of the undersigned w.e.f. **14/10/2019 to 24/10/2019 from 11 A.M to 3.P.M (office hour & except holiday) and the Box to be opened on 25/10/2019 at 3.30.PM (if possible).**

FORMAT OF QUOTATION.

Particulars of Vehicle with Registration No	Type of Registration (commercial/ Private)	Year of manufacturing & date of purchase of the vehicle	Name &Address of the Owner of the vehicle With contact No.	Rate /Quoted (in Rupees)			PAN NO	Particulars of Earnest money	Service Tax Registration No.
				Detention charge per Day	Charge per K.M	Night halt charge per day			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I have gone through the terms and conditions stipulated in the quotation notice and agree to provide vehicle to the Block Development Officer, Jolaibari R D Block, South Tripura as per the rate mentioned above, abiding all terms and Conditions.

Place :-

Dated:- Signature of bidder

Terms and Condition:-For detail terms &Condition kindly to be visited at office during office hours and in working days .For any query may be contacted in the phone no-9402377815.

ICA-C/1312/19

(Dr. Abhijit Das)
Block Development Officer
Jolaibari R.D Block South Tripura

পবিত্র হজ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি - ২০২০ ইং (১৪৪১ হিজরী)

কেন্দ্রীয় হজ কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে ত্রিপুরায় বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের জানানো যাইতেছে যে যাহারা ২০২০ ইং সনে পবিত্র হজ করিতে ইচ্ছুক তাহারা একমাত্র অনলাইনে হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট : hajcommittee.gov.in এর মাধ্যমে আবেদন করিতে পারিবেন। আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ১০/১১/২০১৯ ইং। আবেদনকারীদের সুবিধার জন্য মেলারমাঠস্থিত হজভবনে একটি ই - হজ সেবা কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য রাজ্য হজ কমিটি অফিস, হজ ভবন, মেলারমাঠ, আগরতলায় যোগাযোগ করিতে পারেন। (ফোন :- ০৩৮১ ২৩৮৭৪৮৩, E-mail – trpshc@gmail.com)

নিম্নে প্রদত্ত গাইড লাইন অনুসারে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

GUIDELINES FOR HAJ 2020 – 1441 (H)
HIGLIGHTS

Passport Issue Date	10-11-2019
Passport Expiry Date	20-01-2021
Infant	09-09-2020
Reserved Category 70+	31-05-2020
Ladies Without Mehram	31-05-2020

FOR HAJ - 2020 DOCUMENT UPLOAD FORMAT

PHOTOGRAPH: have to be uploaded in jpeg format only [illegible]

PASSPORT COPY:

Passport First Page: Only first page of passport have to be uploaded in jpeg format only [illegible]

Passport Last Page: Only last page of passport have to be uploaded in jpeg format only [illegible]

BANK PAY-IN-SLIP: [illegible]

ADDRESS PROOF: [illegible]

ICA/D/1091/19-20

(Er. Md. Jahir Uddin)
Executive Officer
Tripura State Haj Committee

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

পুঞ্চে সংঘর্ষে বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের যোগ্য জবাব ভারতের

শ্রীনগর, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : ফের সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। সোমবার সকালে পুঞ্চ জেলার কেরনি সেক্টরে ভোর ৩টে থেকে ৪টের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। মর্টার ও ছোট স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনিগুলি লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করা হয়। এমনকি স্থানীয় গ্রামগুলি লক্ষ্য করেও চলে গোলাবর্ষণ। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় সেনাবাহিনী।

সোমবার ভোরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পুঞ্চ জেলার কেরনি সেক্টরের নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনি এবং বসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলিকে লক্ষ্য করে ভারী গোলাবর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। পাকিস্তানের এই গুলিবর্ষণের জবাব ভারতীয় সেনারাও উপযুক্ত জবাব দেয়। বর্তমানে এই গুলিবর্ষণে প্রাণহানির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। খবর লেখা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলছে।

শনিবার, বারমুল্লা জেলার উরি সেক্টরের নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পাকিস্তানি গোলায় এক সেনা জওয়ানের নিহত হয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ক্রমাগত জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখায় এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তের ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনি এবং আবাসিক অঞ্চলগুলিকে লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করেছে। এতে গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল শহিদ জওয়ান সুবাস থাপার

দার্জিলিং, ১৪ অক্টোবর (হি.স): সোমবার ব্যাঙডুবিতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল শহিদ জওয়ান সুবাস থাপার । রবিবার তাঁর কফিনবন্দী মৃতদেহ পৌঁছায় বাগডোগরায় । কিন্তু তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে । তাই গান স্যালুট দেওয়া যাবে না বলে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়নি তাঁর বাড়িতে ।

গত ১১ অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীরের নৌসেরা সেক্টরে পাকিস্তানি সেনার গুলিতে গুরুতর জখম হয় সুবাস থাপা। উধমপুর সেনা হাসপাতালে ভরতি ছিলেন তিনি। সেখানেই ১১ অক্টোবর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। আট বছর ধরে দেশ সেবার কাজে নিয়োজিত ছিলেন সুবাস । শহীদ সুবাস থাপাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে স্থানীয়রা বলেন, 'দেশ রক্ষায় গোর্খাদের অবদান অনস্বীকার্য। গোটা দেশ তার সাক্ষী । তারা সুবাসকে দেখার জন্য সকাল থেকেই অপেক্ষা করছিলেন।'

আজ, সোমবার সকালে সুবাসের মৃতদেহ নিয়ে শববাহী গাড়ি রওনা দেয় তাঁর বাড়ির উদ্দেশে । রাস্তার দু"ধারে তখন সারি সারি লোক । সকাল থেকেই তারা যেন প্রতীক্ষা করছিল সুবাসকে শেষবার দেখার । স্থানীয় বাসিন্দারা জানাল, কারও

ছয়ের পাতায় দেখুন

সোমবার পূর্ত দপ্তরের প্রাক্তন মুখ্যবাস্তুকার সুনীল ভৌমিককে পশ্চিম থানার পুলিশ আটক করে। ছবি- নিজস্ব।

সৌভিককে ধরিয়ে দিলে তার বাবাকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রাখেনি পুলিশ, অভিযোগ

রামপুরহাট, ১৪ অক্টোবর (হি.স) : সৌভিককে ধরিয়ে দিলে তার বাবাকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পুলিশ রাখেনি বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সৌভিকের নিকট আত্মীয় এবং আইনি পরামর্শদাতারা। এদিকে সোমবার দিনভর নিহত শিক্ষকের শ্বশুর বাড়ির সদস্য এবং তার বাবাকে জেরা করে সিআইডির প্রতিনিধি দল।

সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে সৌভিকের খোঁজে রামপুরহাটে আসে লালবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বরুণ বৈদ্য। তাঁরা সৌভিকের বাড়িতে গিয়ে তার ঘর থেকে বেশ কিছু কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে। সেই সঙ্গে সৌভিককে না পেয়ে তার বাবা অমিতাভ বণিককে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। এরপরেই বাবাকে নিয়ে সৌভিকের সিউড়ি অরবিন্দ পল্লির ভাড়া বাড়িতে পৌঁছায় মুর্শিদাবাদ পুলিশ। সেই খবর আগাম পেয়ে ভাড়া বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে পালিয়ে যায় সে। সেখান থেকে সোজা রামপুরহাটে চলে আসে। এদিকে পুলিশ সৌভিককে না পেয়ে পুলিশ তার বাবাকে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যায়। সেই সঙ্গে পরিবারকে জানিয়ে যায় ছেলেকে হাজির করালে বাবাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সেই শর্তে পরিবারের সদস্যরা তাকে ভোরের দিকে জিয়াগঞ্জ থানায় পৌঁছে দেয়। কিন্তু সৌভিককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার পরও তার বাবাকে ছাড়ে নি পুলিশ। উল্লেখ্য, সৌভিকের বাড়ি বীরভূমের রামপুরহাট পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ব্রাহ্মণীগ্রাম গ্যাস অফিস গলি। বাবা বিদ্যুৎ বণ্টন নিগমের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। দীর্ঘদিন থেকেই ছলেবলে মহিলাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ব্যবসার নামে মোটা টাকা হাতিয়ে ব্ল্যাক মেইল করত সে। কেউ কেউ টাকা চাইতে গেলে হুমকির মুখেও পড়তে হত। তার এই প্রতারণার কথা পরিবারের অনেকেই জানত বলে দাবি প্রতারিতদের দাবি। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে, নিহত শিক্ষক পরিবারের সঙ্গে একইভাবে ভাব জমিয়েছিল সৌভিক। তার প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে জিয়াগঞ্জে মোটা অঙ্কের সুদে টাকা নিয়ে সৌভিককে দিয়েছিল শিক্ষক দম্পতি। এই থেকে তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল তার। বিউটির সঙ্গে সম্পর্কও গড়ে তুলতে শুরু করেছিল। এমনকি বিভিন্ন ভাবে মোটা অঙ্কের টাকা আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বিউটির নামে রামপুরহাট মহকুমার বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্কে খাতা খুলিয়ে মোটা টাকা ঋণ করিয়েছিল সৌভিক। সেই টাকা পরিশোধ নিয়েই শুরু হয় অশান্তি।

শুধু ওই শিক্ষক দম্পতির কাছ থেকেই নয়, রামপুরহাট পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ডাক্তার পাড়ায় তিনটি পরিবারের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যবসার নামে নিয়েছিল সে। সেই টাকা আদায়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও চলছে। প্রতারিত এক গৃহবধূ জানান, তার কাছ থেকে কয়েকবারে প্রায় দশ লক্ষ টাকা নিয়েছিল সে। জানিয়েছিল সাগরদিঘিতে জলের ফ্যাক্টরি করবে। অধিকাংশ টাকা নগদে দেওয়া হয়েছিল। কিছু টাকা চেকের মাধ্যমে দেওয়া হয়। সেই টাকা চাইতে গেলে তার বাবাও ছেলের পক্ষ নিয়ে কথা বলত। ওর চারিপাশে সমাজবিরোধীদের আনাগোনা থাকায় টাকা আদায় করা সম্ভব হয়নি। ফলে টাকা আদায় করতে রামপুরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

করিমগঞ্জের রাঙামাটিতে সার্ভিস রাইফেলের গুলিতে আত্মঘাতী বিএসএফ জওয়ান

বাজারিছড়া (অসম), ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : কর্তব্যরত অবস্থায় নিজের সার্ভিস রাইফেল দিয়ে গলায় গুলি করে আত্মঘাতী হয়েছেন জনৈক বিএসএফ জওয়ান। এ ঘটনায় আধাসেনা বাহিনী মহল-সহ স্থানীয় জনমনে চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা নির্বাচল এলাকার বাজারিছড়া থানাধীন রাঙামাটি পুলিশ ফাঁড়ির লাগোয়া ১১ ব্যাটালিয়নের বিএসএফ ক্যাম্পে। আত্মঘাতী আধাসেনা জওয়ানের নাম খুরশিদ আহমেদ। তিনি হরিয়ানার মিয়র জেলার পুহানা থানার গুলালটা এলাকার রাইপুর গ্রামের প্রয়াত মহম্মদ আবদুল্লার ছেলে।

মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে রাঙামাটি পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ রাজুরঞ্জন দে জানান, রবিবার মধ্যরাতে সব সেনা জওয়ানদের অজ্ঞাতে খুরশিদ নির্ধারিত নিজের কক্ষে তাঁর ইনসাসসার্ভিস রাইফেল দিয়ে গলায় এক রাউন্ড গুলি করে মেঝেতে পড়ে রক্তাক্তাপ্লুত হয়ে অকুস্থলেই প্রাণ হারান বিএসএফ-এর হেড কনস্টেবল খুরশিদ আহমেদ। সোমবার সকালে ঘটনার খবর পেয়ে বাজারিছড়া থানার ওসি এবং

ছয়ের পাতায় দেখুন

মধ্যপ্রদেশে গাড়ি উল্টে চার হকি খেলোয়াড়ের মৃত্যু

হোশঙ্গাবাদ(মধ্যপ্রদেশ), ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় নিহত চার জাতীয়স্তরের হকি খেলোয়াড়। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের হোশঙ্গাবাদে ঘটেছে।

ধ্যানচাঁদ ট্রফিতে খেলার জন্য ইটারসি থেকে হোশঙ্গাবাদের দিকে গাড়িতে করে আসছিল সাত জাতীয়স্তরের হকি খেলোয়াড়। রাইসালপুর গ্রামের কাছে ৬৯ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে একটি গাছে ধাক্কা মারে। এরপরে গাড়িটি উল্টে রাস্তার ধারে গিয়ে পড়ে। প্রাথমিক তদন্তের পর মনে করা হচ্ছে অতিরিক্ত দ্রুত গতিতে যাওয়ার জন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চারজনকে মৃত বলে

ছয়ের পাতায় দেখুন

নলহাটিতে পথ অবরোধ

নলহাটি, ১৪ অক্টোবর (হি.স) : রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে নলহাটিতে পথ অবরোধ। সোমবার স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে নলহাটি - বাউটিয়া ভবানন্দ পুর রাস্তা অবরোধ করেন। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন নলহাটি ১ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও ও জেলা পরিষদের সদস্য বিপ্লব ওঝা। তাঁদের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে।

জানা গেছে, নলহাটি থেকে বাউটিয়া ভবানন্দ পুর পর্যন্ত ১৩ কিমি রাস্তার অবস্থা খুব সঙ্গিন। খানা খন্দে ভর্তি এই রাস্তায় ওভার লোডেড লরি নলহাটি থেকে ঝাড়খন্ড যায়।স্থানীয় বাসিন্দা মুহাম্মদ ইউনুস বলেন, রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। খানা খন্দে ভর্তি

ছয়ের পাতায় দেখুন

কংগ্রেস সরকার চাষাবাদে বিষপ্রক্রিয়া করেছে : আর কে সিনহা

বারিসালিগঞ্জ(নওয়াদা), ১৪ অক্টোবর (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশজুড়ে চলছে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী স্বপ্নপূরণের কর্মসূচি। সোমবার নওয়াদা জেলায় এই স্বপ্নপূরণের কর্মসূচি পালিত হয়। 'বাপু কা রামরাজ- মোদী কা সুরাজ' শীর্ষ কর্মসূচিতে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রবীণ নেতা রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা এগিয়ে চলেছেন।

সোমবার এই কর্মসূচিতে নওয়াদা জেলায় তিনি পৌঁছান। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক অরুনা দেবী, জেলা বিজেপি সভাপতি শশীভূষণ সিং। বিজেপি সাংসদ আর কে সিনহা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে এলে, সেখানে স্থানীয় বাসিন্দারা, বিধায়ক অরুনা দেবী, জেলা বিজেপি সভাপতি শশীভূষণ সিং সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা তাঁকে ফুল মালা দিয়ে স্বাগত জানান। বারিসালিগঞ্জের বিধায়ক অরুনা দেবী সাংসদ আর কে সিনহাকে ফুল পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় পরিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। সেখানে ভোজপুরির প্রখ্যাত গায়িকা সাক্ষীরাজ, মনীষা শ্রীবাস্তব, প্রবাল রঞ্জন প্রমুখ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের উপকারিতা, বেটি বাঁচাও, জৈবসারে চাষাবাদ সহ বিষয়ে ও তা আগে নিয়ে যাওয়ার জন্য গান প্রস্তুত করে পরিবেশন করেন। এদিন পদযাত্রা কর্মসূচি জনসভা উদ্বোধন করে সাংসদ আর কে সিনহা বলেন, প্রাচীন সময় থেকে চাষাবাদে জৈব সার ব্যবহারের রীতি ছিল।বর্তমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ক্ষতি করা হচ্ছে। দেশীয় সার ব্যবহার করাতে গ্রামে গ্রাম এবং ঘরে ঘরে গোবর সার ইত্যাদি চাষাবাদে ব্যবহার করার রীতি রেওয়াজ কথা তিনি বলেন। তিনি আরও বলেন, এইভাবে চাষাবাদের ফলে সুস্বাস্থ্য হত। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার চাষাবাদে রাসায়নিক সার দেওয়ার রীতি রেওয়াজ চালু করেছে। আর এর ফলে রাসায়নিক সার প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলোর থেকে মুনাফা অর্জন করে দেশবাসীর স্বাস্থ্য নিয়ে খেলা করেছে তারা। বিজেপি নেতা আর কে সিনহা জৈব সার ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের রক্ষা করার আর্জি জানান। তিনি বলেন, জৈব সার ব্যবহারের ফলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। পাশাপাশি তিনি মহিলাদের সুরক্ষা ও সশক্তিকরণের উপর জোর দিয়েছেন। প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার উপর জোর দিয়েছেন তিনি।

এদিনের সভায় স্থানীয় বিধায়ক অরুনা দেবী বলেন, সৃষ্টি বাঁচানোর জন্য মেয়েদের অর্থাৎ কন্যাদের বাঁচাতে হবে। তিনি প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের উপর জোর দিয়েছেন। বলেন, অবিলম্বে প্লাস্টিক বন্ধ হওয়া উচিত। এর ফলে দূষণ আরও বাড়ছে। পাশাপাশি তিনি কৃষকদের রাসায়নিক সার ছেড়ে জৈব সার ব্যবহারের আবেদন জানিয়েছেন।

রাজ্যের বিজেপি সংগঠনমন্ত্রী রাজেশ ভার্মা গান্ধীজীর স্বপ্ন বিচার সিদ্ধান্তের ওপর আলোচনা করেন।

হাতিখিরা বাগান লকআউটের ১৯ দিন, চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু এবার এক মহিলা শ্রমিকের

পাথারকান্দি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : বাগান লকআউট ঘোষণার চার দিনের মাথায় মহাষ্টমীর রাতে দুশ্চিন্তায় পড়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন দেওরাজ কর্মকার নামের এক শ্রমিক। এবার টাকার অভাবে উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে না পারায় প্রাণ হারালেন হাতিখিরা বাগানের এক হতভাগ্য মহিলা শ্রমিক সোনামণি সৎনামি। প্রয়াতের স্বামী চা শ্রমিক শ্রীমন্ত সৎনামি জানান, তাঁর স্ত্রী সোনামণি নাকি জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁকে প্রায়ই ডাক্তার দেখাতে হত। এরই মধ্যে বাগানে অচলাবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় কর্মসংস্থান হারিয়ে নগদ টাকা ছিল না তাঁর হাতে। ফলে নিজের স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করাতে পারেননি, তাই তিনি মারা গেছেন। আজ সোম এবং আগামীকাল মঙ্গলবার প্রয়াতের শ্রাদ্ধশান্তি ক্রিয়া পালন করবেন চা শ্রমিক শ্রীমন্ত সৎনামি।

নিহত সোনমণির স্বামী শ্রীমন্তের কথায়, গত ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে হাতিখিরা বাগানে লকআউট চলছে। পুজো বোনাসের টাকাকে কেন্দ্র করে মালিক পক্ষ ও শ্রমিকদের দড়ি টানাটানির ফলে রাতের অন্ধকারে বাগানের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে কেটে পড়েন বাগান ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ। এর পর টানা উনিশদিন অতিবাহিত হলেও সমস্যা কাঁটেনি। বাগান বন্ধের ফলে বাগানের সব শ্রমিকের ঘরে টান পড়েছে খাদ্যদ্রব্য-সহ নানা আনুষঙ্গিক সামগ্রীর। হাতে নগদ টাকা নেই। ফলে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রলোক গমন করেছেন স্ত্রী। বাগানটি কবে ফের স্বমহিমায় ফিরবে এর নিশ্চয়তাও কেউ দিচ্ছেন না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাগান লকআউট হওয়ার চারদিনের মাথায় মহাষ্টমীর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন বাগানের সলগই এলাকার দেওরাজ কর্মকার নামের এক শ্রমিক। তবুও টনক নড়েটি বাগান কর্তৃপক্ষের। বাগানে অচলাবস্থার ফলে চারা গাছেরও অবস্থা শোচনীয় হচ্ছে দিনের পর দিন। অবাধে বাগানের ভিতর বিচরণ করছে গবাদি পশুর দল।

এদিকে সদ্যসমাপ্ত পুজোর আগে পাথারকান্দির বিধায়ক কুষেন্দু পাল নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে হাতিখিরার দুহাজার শ্রমিকেবর মধ্যে বস্ত্র ও পরিবার প্রতি চার কেজি করে আটা বণ্টন করেছিলেন। কিন্তু এ-সব তো আর স্থায়ী সমাধান নয়। বাগানে এমন দশা অব্যাহত থাকলে আরও শ্রমিকের মৃত্যু হতে পারে বলে আশঙ্কা অনেকের।

এদিকে জানা গেছে, বাগান লকআউট সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে জেলা প্রশাসন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক ইউনিয়নের ডাকে প্রথমে কলকাতা ভিত্তিক জনৈক অনিল কানোরিয়া মালিকানাধীন হনুমান ট্যাক্সিট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর হাতিখিরা চা বাগান কর্তৃপক্ষ সাড়া দেনি। তবে বিশ্বস্ত এক সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২৩ অক্টোবর বাগান কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসন এবং শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে সংশ্লিষ্ট বাগানের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাজ্য সরকার নেবে বলে জানিয়েছিলেন পাথারকান্দির বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। মনে করা হচ্ছে, বিধায়কের এই ঘোষণার পর টনক নড়েছে বাগান কর্তৃপক্ষের।

সিলিন্ডার বিস্ফোরণে বাড়ি ভেঙে নিহত ১২

লখনউ, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ভেঙে পড়ল দুইতলা বাড়ি। নিহত ১২। গুরুতর জখম ১৮র বেশি মানুষ। জেলা হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা হচ্ছে। সোমবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের মাও জেলার মহম্মদাবাবাদের ওয়ালিদপুরে হয়েছে। ধ্বংসাবশেষ থেকে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা সাতজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১২। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

উদ্ধার কাজ চলছে ধ্বংসাশেষের নীচে এখনও অনেকের আটকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। উদ্ধার কাজ চলছে। অন্যদিকে মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উদ্ধার কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ওয়ালিদপুরের সঙ্গত জির কাছে ছোট্টু বিশ্বকর্মার বাড়িতে সোমবার সকালে সিলিন্ডারে আগুন লেগে যায়। আগুন নেভানোর জন্য আসপাশের স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। সেই সময় হঠাৎই সিলিন্ডারটি ফেটে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে দুইতলা বাড়িটি ভেঙে পড়ে। সকাল ৬টা ৪৫মিনিট নাগাদ বিস্ফোরণটি হয়। পাশে থাকা অন্যান্য বাড়িগুলিও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিস্ফোরণের জেরে গোটা এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে আসেন জেলাশাসন জ্ঞান প্রকাশ ত্রিপাঠি ও পুলিশ সুপার অনুরাগ আর্য। ঘটনাস্থলে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী উপেন্দ্র তিওয়ারি। রাজ্যের আরও এক মন্ত্রী অনিল রাজভর হাসপাতালে গিয়ে আহতদের দেখেন।

দেশকে গর্বিত করল আর এক বাঙালি অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছা মমতার

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স) : অমর্ত্য সেনের পর দ্বিতীয় বাঙালি হিসেবে অর্থনীতিতে নোবেল পাচ্ছেন অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়উ সোমবার তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গেই নোবেল পাচ্ছেন তাঁর স্ত্রী এস্থার ডাফলো। এছাড়াও একই সঙ্গে নোবেল পাচ্ছেন মিকেল ক্রেমার।

এদিন টুইটের মাধ্যমে অভিজিতবাবুকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রীউ টুইটে তিনি লেখেন, ''নেবেল পাওয়ার জন্য অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে হার্দিক অভিনন্দনউ আর একজন বাঙালি দেশকে গর্বিত করলেনউ প্রেসিডেন্সি ও সাউথ পয়েন্ট স্কুলের প্রাক্তনীকে অভিনন্দন।''

১৯৬১ সালে ২১ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন অর্থনীতিবিদ অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে এমআইটির ফুর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থনীতি বিভাগের একজন আন্তর্জাতিক অধ্যাপক তিনি। তাঁর বাবা দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ও অধ্যাপক এবং মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা এর অর্থনীতি বিভাগের একজন অধ্যাপক। এছাড়াও দীর্ঘকাল নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের ছাত্রও ছিলেন তিনি।

সাউথ পয়েন্ট স্কুল এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করে, যেখান থেকে ১৯৮১ সালে অর্থনীতিতে বি.এস ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে দিল্লীর জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ ডিগ্রি সম্পন্ন করেন অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৮৮ সালে অর্থনীতিতে পিএইচডি করার জন্য তিনি ভর্তি হন হার্ভার্ডে। অর্থনীতিতে পিএইচডি নিতে তার থিসিস এর বিষয়টি ছিলো 'এসেস ইন ইনফরমেশন ইকোনমিকস'।

পরবর্তীতে ব্যানার্জি অর্থনীতি বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা সংস্থা ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চ এর সাবেক প্রেসিডেন্ট, সেন্টার ফর ইকোনমিক পলিসি রিসার্চ, কিইল ইনস্টিটিউট,আমেরিকান একাডেমি অব আর্টস এন্ড সায়েন্স এবং ইকোনমিক সোসাইটির থেকে সম্মানিত ফেলো শিপ অর্জন করেন তিনি। তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য, অবশেষে সোমবার দুপুরে ইকোনমিকস এর সহকারী লেখক অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করে নোবেল কমিটি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।